পঞ্চমঃ অঙ্কঃ

(ততঃ প্রবিশতি আসনস্থো রাজা বিদূষকশ্চ)

বিদূষকঃ। — (কর্ণং দত্ত্বা) ভো বঅস্স সংগীদ-সালন্তরে অবহাণং দেহি। কল-বিসুদ্ধাএ গীদীএ সরসংজোও সুণীঅদি। জাণামি তত্তহোই হংসবদিআ বণ্ণপরিচঅং করেই ত্তি ॥

রাজা। — তূষ্ণীং ভব যাবদাকর্ণয়ামি। ॥ ২ ॥

(আকাশে গীয়তে)

অহিণঅমহুলোলুবো তুমং তহ পরিচুম্বিঅ চূঅমঞ্জরিং।

কমল বসইমেত্তণিব্বুদো মহুঅর বিহ্মরিওসি ণং কহং ॥ ॥ ৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ—ভো বয়স্য! সঙ্গীত-শালান্তরে অবধানং দেহি, কল-বিশুদ্ধায়াঃ গীতেঃ স্বরসংযোগঃ শ্রূয়তে। জানে—তত্রভবতী হংস-পদিকা বর্ণপরিচয়ং করোতি ইতি ॥১॥

অভিনব-মধু-লোলুপঃ ত্বং
তথা পরিচুম্ব্য চূত-মঞ্জরীম্।
কমল-বসতি-মাত্র-নির্বৃতঃ
মধুকর! বিস্মৃতঃ অসি এনাং কথম্ ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ।—(আসনে উপবিষ্ট রাজা এবং বিদূষকের আবির্ভাব)

বিদূষক।—(কাণ উঁচু করিয়া শুনিয়া) বয়স্য! সঙ্গীত-গৃহের দিকে একবার কাণ দিয়া শোন। কেমন সুমধুর এবং সুপরিশুদ্ধ সঙ্গীতের স্বরালাপ শোনা যাচ্ছে। বোধ হয়, রাণী হংসপদিকা স্বরলিপির আলাপ কর্চ্ছেন ॥ ১ ॥

রাজা।—একটু চুপ কর ত, ভালো ক'রে শুনি ॥ ২ ॥

(শূন্য হইতে গানের আওয়াজ আসিতেছে)

"অহে মধুকর! অভিনব মধুর লোভে সহকারমঞ্জরীতে তখন তাদৃশ প্রণয় প্রদর্শন করিয়া, এখন কমল-মধুপানে পরিতৃপ্ত হইয়া উহারে একেবারে বিস্মৃত হইলে কেন?" (বিদ্যাসাগর) ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—শকুন্তলাকে লইয়া ঋষিশিষ্যদ্বয় ও গৌতমী পিসী দুষ্মন্ত-রাজ্যে যাত্রা করিয়াছেন। পদব্রজে বন্ধুর পার্ব্বত্য প্রদেশ শকুন্তলাকে অতিক্রম করিতে হইতেছে। যাত্রাকালীন আশীর্ব্বাদসময়ে মহর্ষি কণ্ব বলিয়াছেন,—"যাও মা, তোমার পথ সর্ব্বপ্রকারে সুখময় হউক, কোন তাপ যেন তোমার গায়ে না লাগে, পদ্মপরাগে তোমার গমনের পথ পরিপূর্ণ হউক, বিমণ্ডিত হউক, ধীর সমীরে তোমার পথের শ্রম যেন কাটিয়া যায়,—কোনরূপ প্রতিকূল বায়ু যেন তোমাকে বাধা না দেয়, যাও,"—এত বড় আশীর্ব্বাদামৃতে স্নান করিয়া শকুন্তলা যাত্রা করিয়াছেন,—উহা ত আশীর্ব্বাদ নহে, গৌতমীই বলিয়া দিয়াছেন যে, কণ্বের আশীর্ব্বাদ শকুন্তলার পক্ষে বর,—সুতরাং শকুন্তলার জন্য আর কোন চিন্তা নাই। তাহার জীবনের পথ কুসুমাস্তৃত হইবে, তাহার গমনের পথ বাধাবিপত্তিবিহীন হইবে। কণ্বের অত বড় বর লইয়া শকুন্তলা চলিয়াছে। সুতরাং তাহার নিমিত্ত সামাজিকগণের আর কোনই উৎকণ্ঠার কারণ নাই। সে আনন্দময় জীবনে আনন্দময় রাজ্যের অধিরাণী হইতে চলিয়াছে। কিন্তু অনেক দিন দুষ্মন্তের কোন খবর নাই। তিনি কোথায় এবং কেমন আছেন, কি ভাবে তাঁহার দিন কাটিতেছে, বিদায়কালে শকুন্তলার যে কাতরতার, দুষ্মন্তকে ছাড়িয়া তাহার যে দুঃসহ যাতনার পরিচয় পাইয়াছি, চক্রবাক-মিথুনের প্রসঙ্গে শকুন্তলার হৃদয়ের যে ছবি, দুষ্মন্ত-হৃত-সর্ব্বস্ব হৃদয়ের যে অসহ্য-বেদনার পরিচয় পাইয়াছি, সেই দুষ্মন্ত রাজধানীতে গিয়া কি ভাবে দিন কাটাইতেছেন,—তাহা জানিবার নিমিত্ত দর্শকগণের কৌতূহল জন্মিবার কথা। দুষ্মন্ত-বিরহ-ক্লিষ্টা শকুন্তলাকে বিদায় দিয়া, পতিগৃহে পাঠাইয়া,—সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়াছেন, এবং শকুন্তলার বিরহে দুষ্মন্তের কি অবস্থা ঘটিয়াছে, তাহা জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছেন,—এমনই সময়ে রাজার রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ হইল,—সকলে দেখিলেন,—সেই "পাদপান্তরিত" দুষ্মন্ত, সেই গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রে "লতাবলয়প্রবিষ্ট" দুষ্মন্ত সম্মুখে উপস্থিত। বিস্ময়াবিষ্ট-হৃদয়ে দর্শকবৃন্দ তাঁহার দিকে চাহিতে-না-চাহিতেই অদূরে রমণী-কণ্ঠের এক অতি করুণ সঙ্গীত শ্রুত হইল। সে ত সঙ্গীত নহে, যেন বেদনার একটা উৎস হইতে কাহার

রাজা।— অহো রাগ-পরিবাহিনী গীতিঃ। ॥ ৪ ॥

বিদূষকঃ।— কিং দাব গীদীএ অবগদো অক্খরত্থো। ॥ ৫ ॥

রাজা।— (স্মিতং কৃত্বা) সকৃৎ-কৃত-প্রণয়োঽয়ং জনঃ। তদস্যা দেবীং বসুমতীমন্তরেণ মহদুপালম্ভনং গতোঽস্মি। সখে মাধব্য, মদ্বচনাদুচ্যতাং হংস-পদিকা নিপুণমুপালব্ধোঽস্মি ইতি। ॥ ৬ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—কিং তাবদ্ গীতেঃ অবগতঃ অক্ষরার্থঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা—আহা! কি সুন্দর গান! যেন রাগ ক্ষরিয়া পড়িতেছে? ৪ ॥

বিদূষক।—তুমি গানটার সব কথার মানে কি বুঝিতে পারিয়াছ! ৫ ॥

রাজা।—ভাই! আমি একবারমাত্র উহার সহিত সপ্রণয় ব্যবহার করিয়াছিলাম। (অথবা—এই যুবতি একবারমাত্র প্রণয়ের আস্বাদ উপভোগ করিয়াছে।) শেষে পাটরাণী বসুমতীর সহিতই কাল কাটাইতেছি। তাই আজ রাণী হংসপদিকার নিকট এত শ্লেষোক্তির ভাজন হইলাম, বেজায় গালাগালি খাইলাম। বন্ধু মাধব্য! আমার অনুরোধ, তুমি একবার হংসপদিকার কাছে যাও এবং বল গিয়া যে, খুব এক হাত নিলে যা হোক্ ॥ ৬ ॥

হৃদয়ের ব্যথার নির্ঝর বহিয়া যাইতেছে,—সকলেই কাণ পাতিয়া সেই বিষাদময়ী গীতি শুনিতে লাগিলেন, ক্ষণকালের জন্য, শকুন্তলা, দুষ্মন্ত এবং তৎসংক্রান্ত যত কিছু সব ছাপাইয়া সেই নির্ঝর বহিল,—আলেখ্য-লিখিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে সবাই সেই দিকে কাণ পাতিয়া রহিলেন।

উপেক্ষিতা রাণী হংস-পদিকার গান হইয়া গিয়াছে। রাজা শুনিয়াছেন, বিদূষক শুনিয়াছেন,—আর সেই সঙ্গে দর্শকগণও শুনিয়াছেন। সেই গান শোনা অবধি সকলেরই হৃদয়ে কেমন একটা ভাবান্তর উপস্থিত হইয়াছে। রাজা অনেক দিন হইল, মালিনী-তীরে শকুন্তলাকে ফেলিয়া আসিয়াছেন। দুর্ব্বাসার অভিশাপে দুঃখিনী কণ্ব-দুহিতার কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, কিছুই মনে নাই। জীবনের অত বড় ঘটনার সংস্কার পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। এমনই বিলুপ্ত যে, হংসপদিকার বিষাদ-সঙ্গীত শ্রবণে হৃদয়ে যখন কেমন একটা উৎকণ্ঠার উদয় হইল, তখন রাজা কহিলেন,—"এ কি? আমার ত কোন 'ইষ্ট-জন-বিরহ' নাই, তবে এ গান শুনিয়া আমি এত উৎকণ্ঠিত হইলাম কেন?" দুর্ব্বাসার অভিশাপে তাঁহাকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বলাইল—"ইষ্ট-জন-বিরহ নাই"—তিনি এখন ইষ্ট-জন-সঙ্গত, তাঁহার হৃদয় এখন সর্ব্বাংশে পরিপূর্ণ, তাহার সবটুকু স্থান এখন অধিকৃত, তাহাতে এখন ইষ্টান্তরের স্থান নাই। সে হৃদয় এখন বর্ষার নদীর ন্যায় কাণায় কাণায় পরিপূর্ণ। অথচ হৃদয়ের যে একটা ভাবান্তর ঘটিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার যো নাই। কেন এমন হইল? মানুষের হৃদয় আকাশকল্প। তাহাতে সর্ব্বদা বিমল চন্দ্রিকা খেলা করে না বা চকোরের নর্ত্তন হয় না। তাহাতে মধ্যাহ্ন-সূর্য্যও উদিত হয়, শ্যেন পক্ষীও বিচরণ করে। তাহাতে নয়নরঞ্জিনী সুনীল জলদমালার যেমন ক্রীড়া থাকে, তেমনই ইরম্মদের বিশ্বগ্রাসিনী জিহ্বাও লক্ লক্ করিতে দেখা যায়। সংসারের কর্ম্মক্লান্ত মানব যখন সায়ংকালে তটিনীর নির্জ্জনতটে বসিয়া, সেই সাগর-গামিনীর উল্লসিত হৃদয়ের কুলকুল প্রণয়গীতিকা শ্রবণ করে, যখন নিশীথে সৌধশিরে উপবেশনপূর্ব্বক, সংসারতাপক্লিষ্ট মানব একাকী, প্রশান্ত গম্ভীর নৈশ গগনের দিকে চাহিয়া থাকে, যখন উত্তুঙ্গ পর্ব্বতশিখরে বসিয়া মানব আপরাহ্নিক ধূসর ধরণীর, অধোদেশবর্ত্তিনী তরুলতাশোভিনী ছায়ায়মানা পৃথিবীর নয়নতর্পিণী মূর্ত্তি দর্শন করে, তখন তাহার হৃদয়ে, সে হৃদয় যত সরস, যত মুগ্ধ, যত "ইষ্ট-জন-সঙ্গত" অথবা যত রুক্ষই হউক না কেন, তথাপি তাহার সে হৃদয়ে কেমন একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব ও অশ্রুতচর ভাবের উদয় হইয়া থাকে। তখন অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও সে সব ভুলিয়া যায়। সংসার ভুলিয়া যায়, আপনাকে ভুলিয়া যায়, বর্ত্তমান ভুলিয়া যায়। তখন তাহার হৃদয়ে অতীতের সুখ-দুঃখের ছায়া পতিত হয়, অতীতের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। তখন প্রাণের কত পুরাতনী কথার অস্পষ্ট গীতি হৃদয়তন্ত্রীতে বাজিয়া উঠে। আজ হংসপদিকার গীতধ্বনিতেও রাজার হৃদয়ের অবস্থা সেইরূপ হইয়া উঠিল। পরিপূর্ণ সত্ত্বেও, আপন হৃদয়ে তিনি যেন কেমন একটা অপূর্ণতা অনুভব করিতে লাগিলেন, অতিশয় পর্য্যুৎসুক হইলেন। ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে আরও কত কি কথা জাগিতে লাগিল। কিন্তু এমন ব্যথিতভাবে বা এমন পর্য্যুৎসুকভাবে ত বেশীক্ষণ থাকা যায় না বা মানুষ থাকিতে চায়ও না, বিশেষতঃ রাজা দুষ্মন্ত, যাঁহার জীবনে এখন কোথাও কোনরূপ বিষাদের রেখাটিও নাই,—যিনি সর্ব্ববিধ ঐহিক সুখের অপার সাগরে এখন নিমগ্ন,—তাদৃশ দুষ্মন্ত থাকিবেনই বা কেন,—তাই

বিদূষকঃ।— জং ভবং আণবেদি। (উত্থায) ভো বঅস্স। গহীদস্য তএ পবকীএহিং হত্থেহিং সিহণ্ডএ তাডীঅমাণস্স অচ্ছবাএ বীদবাঅস্স বিঅ ণত্থি দাণিং মে মোক্খো ॥ ৭ ॥

রাজা।— গচ্ছ নাগরিকবৃত্ত্যা সংজ্ঞাপয এনাম্। ॥ ৮ ॥

বিদূষকঃ।— কা গই। (নিষ্ক্রান্তঃ) ॥ ৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—যদ্ ভবান্ আজ্ঞাপয়তি। ভো বয়স্য। গৃহীতস্য ত্বয়া পরকীয়ৈঃ হস্তৈঃ শিখণ্ডকে তাড্যমানস্য অপ্সরসা বীত-রাগস্য ইব নাস্তি ইদানীং মে মোক্ষঃ ॥ ৭ ॥

কা গতিঃ ॥ (নিষ্ক্রান্তঃ) ॥ ৯ ॥

বঙ্গার্থ।—বিদূষক।—যা বল। বেশ, চল্লুম। (উঠিতে উঠিতে) ভাই। যাবো বটে, কিন্তু একটা কথা মনে ক'রে শিউরে উঠ্‌ছি। সংসারবিরক্ত কোনো ব্যক্তি বনে গিয়ে যখন তপস্যা জুড়ে দেন, তখন মায়াবিনী অপ্সরারা এসে তাঁর পিছু লাগে, আর অমনি সন্ন্যাসী মহাশয় ধরা পড়েন, তাদের হাত হ'তে আর তাঁর নিস্তার-লাভ হয় না। সেইরূপ, হংসপদিকার কাছে যাওয়ার পর,—তাঁর দুষ্ট পরিচারিকাদিগকে যখন তিনি লেলিয়ে দেবেন, আর তারা এসে আমার শিখাটি ধ'রে লাঞ্ছনার চরম করতে সুরু ক'রে দেবে, তখন তাদের হাত থেকে আমার আর নিস্তারলাভ ঘটবে না ॥ ৭ ॥

রাজা।—হয়েছে, থামো। যা' ক'রে রসিক নাগররা ব্যাদ্‌ড়া মেয়েদিগকে ভুলায়, সেই ভাবে, রাণীকে ঠাণ্ডা ক'রে আমার ঐ কথাটা বল গিয়ে ॥ ৮ ॥

বিদূষক।—বেশ, চল্লুম। [প্রস্থান। ॥ ৯ ॥

তিনি একটা সমাধান করিয়া লইলেন। নিজে নিজেই বলিলেন,—ভালো বস্তু দেখে বা ভালো গান শুনে মানুষ যে উন্মনা হয়, তাহার কারণ আর কিছুই নহে, নিশ্চয়ই গত জন্মের কোন হৃদয়ের আকর্ষণ-বস্তুর স্মৃতি তাহার মনে অস্পষ্টভাবে জাগিতে থাকে। এইভাবে যা-হোক-একটা মীমাংসা করিয়া লইয়া রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী দুষ্যন্ত উদ্বেল হৃদয় প্রশান্ত করিতে চেষ্টা পাইলেন, এবং মুখে ঐ প্রকার সমাধান করিয়া মনে মনে অত্যন্ত "পর্য্যাকুল"—অত্যন্ত বিমনা হইয়া রহিলেন।—মনটা যেন তাঁহার কেমন "বিদ্‌কুটে" হইয়া রহিল।

এ দিকে দর্শকগণও ঐ সঙ্গীত শোনা অবধি কেমন যেন উন্মনা হইয়া উঠিয়াছেন, সঙ্গীতের ধর্ম্ম সম্পূর্ণরূপে তাঁহাদের হৃদয়ের স্তরে স্তরে আসিয়া জুড়িয়া বসিয়াছে। সকলেরই কেমন যেন একটা চিত্ত-বৈকল্য ঘটিয়াছে। প্রকৃতির প্রভাবের ন্যায়, সেই বিষাদসঙ্গীতের প্রভাবে সমগ্র সামাজিক-হৃদয় প্রভাবিত হইয়াছে। তাঁহারা একটু আত্মসংবরণ করিয়া লইয়া যখন ঈষৎ প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন রাজার উক্তি, সঙ্গীত শ্রবণানন্তর রাজার সমাধান চিন্তা করিয়া তাঁহারা আরও বিপন্ন বা বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন।

শকুন্তলাকে তপোবনে রাখিয়া রাজা আসিয়াছেন। রাজার জন্য শকুন্তলার কত ব্যথা, কত উদ্বেগ, কত লাঞ্ছনা, শেষে সেই রাজার বাড়ীতে শকুন্তলার যাত্রা,—এ সমস্তই তাঁহারা জানেন। তাঁহারা আরও জানেন যে, বিদায়কালে রাজা শকুন্তলাকে "হাতে চাঁদ ধরিয়া দিবেন"—বলিয়া কত প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন,—অতবড় একজন নৃপতি, তাঁহার কথা ত অলীক হইতে পারে না, সুতরাং পতিগৃহ-গমনোন্মুখী শকুন্তলার অদৃষ্ট-গগন অচিরেই প্রিয়-সঙ্গমের শারদচন্দ্রিকায় উদ্ভাসিত হইবে—ভাবিয়া, তাঁহারা কতই আশান্বিত হইয়াছিলেন, এবং রাজাকে দেখিবার নিমিত্ত শকুন্তলার যেমন রাজার জন্য, রাজার সেইরূপ শকুন্তলার নিমিত্ত বিচ্ছেদ-বেদনার পরিমাণ কত, তাহা দেখিবার নিমিত্ত, তাঁহারা উদ্গ্রীব হইয়া ছিলেন, শকুন্তলার উপর তাঁহাদের যে অসীম সহানুভূতি, রাজার শকুন্তলার নিমিত্ত কতটা উৎকণ্ঠা, তাহা দেখিলে সেই অসীম ক্রমে অসীমতর, অসীমতম হইবে,—তাঁহাদের হৃদয়ের ব্যথা, বিরহিণী কণ্ব-দুহিতার দুঃখে তাঁহাদের যে সমবেদনা, তাহার কতকটা হ্রাস হইবে,—ইত্যাদি কত কি আশায় তাঁহারা রাজাকে,—শকুন্তলা-বিরহিত শকুন্তলাবল্লভকে দেখিবার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন,—এমনই সময়ে রাজার সন্দর্শন এবং রাজার মুখে ঐ সকল উক্তির উচ্চারণ। তাঁহারা একেবারে অবাক্ হইয়া গেলেন।

রাজার আজকাল কোনরূপ "ইষ্টজন-বিরহ" নাই। যাঁহারা তাঁহার হৃদয়ের ইষ্ট, একান্ত অভিলষিত, তাঁহাদের সঙ্গে তিনি এখন মিলিত। তাঁহার হৃদয় এখন সর্ব্বাংশে ভরপূর, শকুন্তলার নামগন্ধও সে হৃদয়ে নাই, ইত্যাদি অবগত হইয়া দর্শকগণও যেন কেমন বিবেকবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। "এ আবার কি হইল"—ভাবিয়া তাঁহারাও একান্ত "পর্য্যাকুল" হইলেন।

রাজা।— (আত্মগতম্) কিং নু খলু গীতমাকর্ণ্য ইষ্টজন-বিরহাদৃতেঽপি বলবদুৎকণ্ঠিতোঽস্মি।

অথবা—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্ পর্য্যুৎসুকীভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধ-পূর্ব্বং ভাবস্থিরাণি জননান্তর-সৌহৃদানি॥

(পর্য্যাকুলস্তিষ্ঠতি) ॥ ১০ ॥

(ততঃ প্রবিশতি কঞ্চুকী)

কঞ্চুকী।— অহো নু খলু ঈদৃশীমবস্থাং প্রতিপন্নোঽস্মি।

আচার ইত্যবহিতেন ময়া গৃহীতা যা বেত্রযষ্টিরবরোধগৃহেষু রাজ্ঞঃ।
কালে গতে বহুতিথে মম সৈব জাতা প্রস্থান-বিক্লব-গতেরবলম্বনার্থা॥ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—জন্তুঃ সুখিতঃ অপি রম্যাণি (বস্তূনি) বীক্ষ্য মধুরান্ শব্দান্ নিশম্য চ পর্য্যুৎসুকীভবতি ইতি যৎ, তৎ নূনং ভাবস্থিরাণি (সংস্কারদৃঢ়াণি—হৃদয়ে বদ্ধমূলানি—ইত্যর্থঃ) জননান্তর-সৌহৃদানি (পূর্ব্বজন্মনঃ সৌহার্দ্দং) অবোধপূর্ব্বং (অজ্ঞানপূর্ব্বকং) চেতসা স্মরতি ॥ ১০ ॥

রাজ্ঞঃ অবরোধ-গৃহেষু (অন্তঃপুরেষু) আচারঃ (অন্তঃপুর-রক্ষকেণ বেত্রযষ্টিঃ গ্রহীতব্যেতি নিয়মঃ) ইতি (হেতোঃ) অবহিতেন (অপ্রমত্তেন—বেত্রযষ্টের্গ্রহণে সাবধানেন ইত্যর্থঃ) ময়া যা বেত্র-যষ্টিঃ গৃহীতা, সা এব বহুতিথে কালে গতে (বহুষু কালেষু অতীতেষু সৎসু অধুনা) প্রস্থান-বিক্লব-গতেঃ (বয়োঽধিকতয়া সম্ভাবিত-পাদস্খলনস্য) মম অবলম্বনার্থা জাতা (পতন-নিবারিকা জাতা) ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।— (মনে মনে) এ কি? এই গানটি শোনার পর হতেই আমার হৃদয় এত আকুল হইল কেন? প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ছাড়া মনের এমন অবস্থা ত ঘটে না, কিন্তু আমার সেরূপ কিছুই নাই। তবে একটা কথা :—

মানুষ সকল রকমে সুখী থাকিয়াও হঠাৎ কোন রমণীয় বস্তু দর্শনে কিংবা কোন মনোহর গীত শ্রবণে যে একান্ত আকুল-চিত্ত হইয়া উঠে, তাহার কারণ, বোধ হয়, জীবের হৃদয়ে বদ্ধমূল জন্মান্তরীণ কোন আকর্ষণ-বস্তুর স্মৃতি অজ্ঞাতসারে তাহার চিত্তে জাগিতে থাকে। (অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত-ভাবে অবস্থান) ॥ ১০ ॥

(কঞ্চুকীর প্রবেশ)

কঞ্চুকী।—হায় রে! শেষে আমার অবস্থা এসে এই দাঁড়ালো! রাজার অন্তঃপুরে, নেহাৎ হাতে রাখিতে হয়, বলিয়া যে বেতগাছটা আমি হাতে নিয়ে বেড়াতুম,—কত দিন এই ভাবে কাটিয়েছি, এখন আর দেহের সেই সামর্থ্য নেই যে, আগের মত স্বচ্ছন্দে চলা-ফেরা করিতে পারি;—তাই সেই বেতখানাই আমার প্রধান অবলম্বন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ওকে ভর না কোরে এক পা-ও চলতে পারি নে ॥ ১১ ॥

যখন রাজার এবং সামাজিকগণের মনের এইরূপ "পর্য্যাকুল" অবস্থা, তখন বৃদ্ধ কঞ্চুকী স্খলিতপদে এক যষ্টিতে ভর দিতে দিতে রঙ্গমঞ্চে আসিয়া প্রবেশ করিল, এবং নিজের দেহের দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া বলিল—হায় রে, আমি এমন অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি। বলিয়াই, একদিন কি ছিলাম, আর আজই বা কি হইয়াছি, হায় রে জীবের গর্ব্ব, হায় রে জীবের পরিণাম,—প্রভৃতি মস্ত এক অধ্যাত্মতত্ত্ব আবৃত্তি করিল।

বিষয়ীর মনে শ্মশান-বৈরাগ্যের ন্যায়, বৃদ্ধ কঞ্চুকীর উদাসীন উক্তিতে সামাজিকগণেরও চিত্তে ঐহিক নশ্বরতার মূর্ত্তি প্রকট হইয়া উঠিল, সকলেই "চিরদিন কভু সমান না যায়" ভাবিতে ভাবিতে কেমন যেন নরম হইয়া পড়িলেন। এমনই সময়ে কঞ্চুকী রাজাকে জানাইল যে—কণ্বাশ্রম হইতে কয়েকটি ঋষিশিষ্য স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। মহর্ষি কণ্ব যেন কি সংবাদ তাঁহাদের মুখে রাজাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন। কঞ্চুকীর এই কথায় সামাজিকবৃন্দের কৌতূহল আরও বাড়িয়া উঠিল। মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে একটা ঔদাসীন্যে, বৈরাগ্যে, নশ্বর

ভোঃ কামং ধর্ম্মকার্য্যমনতিপাত্যং দেবস্য। তথাপি ইদানীম্ এব ধর্ম্মাসনাদুত্থিতায় পুনরুপরোধকারি কণ্বশিষ্যাগমনমস্মৈ নোৎসহে নিবেদয়িতুম্। অথবা অবিশ্রমো লোকতন্ত্রাধিকারঃ। ॥ ১১-ক ॥

ভানুঃ সকৃদ্‌যুক্ততুরঙ্গ এব রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রযাতি।
শেষঃ সদৈবাহিত-ভূমিভারঃ ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম্ম এষঃ ॥ ॥ ১১-খ ॥

যাবৎ নিয়োগমনুতিষ্ঠামি। (পরিক্রম্য অবলোক্য চ) এষ দেবঃ—

প্রজাঃ প্রজাঃ স্বা ইব তন্ত্রয়িত্বা নিষেবতে শ্রান্তমনা বিবিক্তম্।
যথানি সঞ্চার্য্য রবি-প্রতপ্তঃ শীতং দিবা স্থানমিব দ্বিপেন্দ্রঃ ॥ ॥ ১১-গ ॥

অন্বয়।—ভানুঃ সকৃদ্‌যুক্ততুরঙ্গঃ এব। গন্ধবহঃ রাত্রিন্দিবং প্রযাতি (বহতি), শেষঃ সদা এব আহিত-ভূমি-ভারঃ (ভবতি), ষষ্ঠাংশ-বৃত্তেঃ (প্রজা-পালনে অধিকৃতস্য পুরুষস্য রাজ্ঞঃ ইত্যর্থঃ) অপি এষঃ (এব) ধর্ম্মঃ ॥ ১১-খ ॥

এষঃ দেবঃ (রাজা দুষ্মন্তঃ) স্বাঃ প্রজাঃ ইব (স্বকীয়াঃ সন্ততীঃ ইব) প্রজাঃ তন্ত্রয়িত্বা (কার্য্যাবেক্ষণেন অভিরক্ষ্য) শ্রান্তমনাঃ (সন্), দ্বিপেন্দ্রঃ দিবা (দিবাভাগে) যূথানি সঞ্চার্য্য রবি-প্রতপ্তঃ (সন্) শীতং স্থানম্ ইব বিবিক্তং নিষেবতে (জন-প্রচার-বর্জ্জিতং স্থানং উপসেবতে) ॥ ১১-গ ॥

বঙ্গার্থ।—তাই ত, যদিও জানি যে,রাজ্য-সংক্রান্ত কার্য্যই রাজার প্রধান ধর্ম্ম এবং সে ধর্ম্ম নৃপতির অবশ্য পালনীয়, তথাপি কিন্তু,—রাজার কাছে যেতে আমার পা সরছে না, কেননা, তিনি এই সবে সিংহাসন হ'তে উঠে একটু বিশ্রাম করতে গেছেন, এখনই কেমন ক'রে গিয়ে বলি যে, কণ্বের শিষ্যরা এসেছেন। আহা—এঁদের অভ্যর্থনায়, কথাবার্ত্তায় পরিশ্রান্ত নৃপতির কত ক্লেশ হবে। কিন্তু উপায় নাই। যেতেই হবে। কিংবা যাঁরা ভুবনের রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত, তাঁদের আবার বিশ্রাম কি? পরের জন্য খাটতেই ত তাঁদের জন্ম ॥ ১১—ক ॥

ঐ যে সূর্য্যদেব করে—কোন্ যুগে রথে অশ্ব জুড়িয়াছেন, আর খোলেন নাই, চিরদিন জগতের হিতার্থে ঘুরিতেছেন, ঘুরিতেছেন, ঘুরিতেছেন। আর ঐ জগৎপ্রাণ সমীরণ কি রাত্রি, কি দিন, সমানভাবে বহিয়া চলিয়াছেন এবং অনন্তদেব চিরকালের জন্য ধরণীর গুরুভার মাথায় করিয়া আছেন,—ইঁহাদের—কাহারও তিলার্দ্ধ বিশ্রাম নাই। যাঁহারা প্রজাপালক, তাহাদের সকলেরই এই ধর্ম্ম ॥ ১১—খ ॥

যাক্, আমার কর্ত্তব্য আমি করি গিয়ে। (এগিয়ে অনতিদূর হইতে রাজাকে দেখিয়া) এই যে নরনাথ সন্তানের ন্যায় প্রিয় স্বীয় প্রজাদিগের সকল অভাব-অভিযোগের পূরণ ও প্রতিবিধান করিয়া একান্ত পরিশ্রান্ত-হৃদয়ে গিয়া নির্জ্জনে একটু শান্তি উপভোগ করিতেছেন। দেখিলে মনে পড়ে—যেন কোন করিরাজ এক দল করীকে প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে চরাইয়া যার-পর-নাই তাতিয়া পুড়িয়া গিয়া একটু ঠাণ্ডা স্থানে দাঁড়াইয়া মাথাটা জুড়াইতেছে ॥ ১১—গ ॥

জগতের অবস্থার অস্থৈর্য্য পর্য্যালোচনায় সামাজিকবৃন্দের যে হৃদয় একটা ঘোর বৈমনস্যের করাল ছায়াপাতে অন্ধকারময় হইয়া আসিতেছিল, তাহাতে যেন কেমন এক অদম্য কৌতূহল জন্মিল। কণ্বের শিষ্য, কণ্বের প্রেরিত সংবাদ, সঙ্গে স্ত্রীলোক,—সবগুলিই বিস্ময়োৎপাদক, তাহাতে আবার, ও দিকেও ত, কিছু দিন হইল, কণ্বেরই শিষ্য, কণ্বের কত সংবাদ, কত উপদেশ, আদেশ লইয়া গৌতমী ও শকুন্তলাকে লইয়া দুষ্মন্ত-সকাশে যাত্রা করিয়াছেন, আর এখন এদিকে আজ আবার এই ব্যাপার, সুতরাং দর্শকগণ সাগ্রহে "সস্ত্রীক কণ্বশিষ্যের"—সন্দর্শনলাভের নিমিত্ত একান্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিলেন।

যখন সামাজিকবৃন্দ বিরহিণী হংসপদিকার বিষাদ-সঙ্গীত শ্রবণ করেন, তখন তাহার স্বরকাকণ্যে তাঁহাদের হৃদয়ে ত আঘাত লাগিয়া ছিলই পরন্তু সেই সঙ্গে বিরহিণী শকুন্তলার বিষয়ও মনে পড়িয়াছিল। ভ্রমর নবীন মকরন্দের

(উপগম্য) জয়তু দেবঃ। এতে খলু হিমবতো গিরেরুপত্যকারণ্যবাসিনঃ কাশ্যপ-সন্দেশমাদায় স-স্ত্রীকাস্তপস্বিনঃ সংপ্রাপ্তাঃ। শ্রুত্বা দেবঃ প্রমাণম্ ॥ ১১-ঘ ॥

রাজা।— (সাদরম্) কিং কাশ্যপ-সন্দেশহারিণঃ। ॥ ১২ ॥

কঞ্চুকী।— অথকিম্। ॥ ১৩ ॥

রাজা।— তেন হি মদ্বচনাৎ বিজ্ঞাপ্যতাম্ উপাধ্যায়ঃ সোমরাতঃ—অমূন্ আশ্রম-বাসিনঃ শ্রৌতেন বিধিনা সৎকৃত্য স্বয়মেব প্রবেশয়িতুমর্হতীতি। অহমপি অত্র তপস্বি-দর্শনোচিতে প্রদেশে স্থিতঃ প্রতিপালয়ামি। ॥ ১৪ ॥

কঞ্চুকী।— যথা আজ্ঞাপয়তি দেবঃ। [নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ১৫ ॥

রাজা।— (উত্থায়) বেত্রবতি! অগ্নি-শরণমার্গমাদেশয় ॥ ১৬ ॥

প্রতীহারী।—ইদো ইদো দেও। ॥ ১৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—প্রতীহারী।—ইতঃ ইতঃ দেবঃ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ।—(কাছে গিয়ে) মহারাজের জয় হউক। মহারাজ! হিমালয় পর্ব্বতের উপত্যকায় যে গহন অরণ্য আছে, সেই অরণ্যবাসী কতিপয় ঋষি কয়েকটি স্ত্রীলোক লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। শুনিলাম, মহর্ষি কাশ্যপ-প্রেরিত কি সংবাদ তাঁহারা লইয়া আসিয়াছেন। কি কর্ত্তব্য উপদেশ করুন ॥ ১১—ঘ ॥

রাজা।—(আদরের সহিত) কি বল্লে? কাশ্যপের প্রেরিত সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন? ॥ ১২ ॥

কঞ্চুকী।—আজ্ঞে হাঁ ॥ ১৩ ॥

রাজা।—তা' হ'লে তুমি আমার নাম ক'রে উপাধ্যায় সোমরাত ঠাকুরকে বল গিয়ে যে, ঐ সকল আশ্রমবাসীদিগকে বৈদিক বিধানমতে অভ্যর্থনা করিয়া, তিনি নিজেই সঙ্গে করিয়া আনুন্। এ দিকে আমিও তপস্বীদিগের সন্দর্শনের নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়ে প্রতীক্ষা কচ্ছি ॥ ১৪ ॥

কঞ্চুকী।—যে আজ্ঞে মহারাজ। [প্রস্থান। ॥ ১৫ ॥

রাজা।—(উঠিয়া) বেত্রবতি! অগ্নিহোত্র-গৃহের পথটা দেখিয়ে দাও ত ॥ ১৬ ॥

প্রতীহারী।—এই দিকে এই দিকে, রাজন্ ॥ ১৭ ॥

আস্বাদ গ্রহণে লোলুপ হইয়া নবচূতমঞ্জরীকে প্রগাঢ় চুম্বনে কত ভুলাইয়াছিল আর এখন পদ্মের পর্ণে শুধু একটু বসিবার হুকুম পাইয়াই, একপদে সেই অত আদরের চূতকলিকাকে ভুলিয়া গেল!—সঙ্গীতের এই মর্ম্মের স্বচ্ছ দর্পণে যে কণ্বদুহিতার ছায়াই ভাসিয়া উঠিতেছে,—"সকৃৎ-কৃতপ্রণয়া" শকুন্তলার হৃদয়বেদনাই স্পষ্টীকৃত হইতেছে, ইহা সামাজিকগণের হৃদয়ঙ্গম করিতে বিলম্ব ঘটে নাই; তাই—এখন সস্ত্রীক কণ্ব-শিষ্যের আগমন ও সেই সঙ্গে মহর্ষি কণ্বের সংবাদ প্রেরণ তাঁহাদিগের আকুতি শতগুণ বৃদ্ধি করিয়া তুলিল।

উপেক্ষিতা হংসপদিকার সঙ্গীতে আরও একটা জিনিস বুঝা গেল যে, এই রাজার অভিনব মধুতে প্রথম প্রথম বড়ই অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, শেষে কিন্তু সব ভুলিয়া যান, যেমন পদ্মিনী-দীর্ঘিকার শুধু পাড়ে গিয়া দাঁড়ান, জলে নামা বা পদ্মিনী-সংস্পর্শ ত দূরের কথা, অমনিই রাজা আত্মবিস্মৃত হন। রাজধানীতেই যখন ইঁহার এই অবস্থা, তখন অন্যত্র,—যেখানে ইহ-জগতের, জটিল সংসারের জনমানবের পঙ্কিল স্পর্শও কোনদিন পৌঁছিতে পারে না, তাদৃশ নির্জ্জন স্থানের নবীন চূতকলিকার কথা যে বিস্মৃত হইবেন, তাহাতে আর বৈচিত্র্য কি?—ইত্যাদি ভাবনাও নিপুণ দর্শকশ্রেষ্ঠের হৃদয়ে জাগিবার কথা। রাজা নিজেই হংসপদিকার গানের মল্লিনাথব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন—সকৃৎ-কৃতপ্রণয়া হংসপদিকাকে ছাড়িয়া তিনি পাটরাণী বসুমতীর মন্দিরেই দিনযামিনী যাপন করেন,—কাজটা ঠিক হয় নাই, এ ব্যাখ্যা রাজাই করিয়াছেন। বিনা শাপেই যাঁহার এই অবস্থা, দুর্ব্বাসার শাপে তাঁহার যে আরও কি ঘোরতর এবং শোচনীয় অবস্থা ঘটিতে পারে, তাহা চিন্তা করিয়া কোন কোন দর্শক হয় ত শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন।

অচিরেই যে ভয়ঙ্কর দৃশ্য অভিনীত হইবে, শকুন্তলার সেই প্রত্যাখ্যান-বজ্রের ভীষণ আঘাত সহ্য করিবার জন্য কবি সামাজিক-চিত্ত দৃঢ় করিতে লাগিলেন ॥১—১১-ঘ ॥

রাজা।— (পরিক্রামতি, অধিকারখেদং নিরূপ্য) সর্ব্বঃ প্রার্থিতম্ অর্থমধিগম্য সুখী সম্পদ্যতে জন্তুঃ। রাজ্ঞাং তু চরিতার্থতা দুঃখোত্তরৈব।
ঔৎসুক্যমাত্রমবসাযযতি প্রতিষ্ঠা ক্লিশ্নাতি লব্ধ-পরিপালনবৃত্তিরেব।
নাতিশ্রমাপনযনায যথা শ্রমায রাজ্যং স্বহস্ত-ধৃতদণ্ডমিবাতপত্রম্॥ ॥ ১৮ ॥

বৈতালিকৌ।—বিজযতাং দেবঃ। ॥ ১৯ ॥

প্রথমঃ।— স্ব-সুখ-নিরভিলাষঃ খিদ্যসে লোকহেতোঃ প্রতিদিনমথবা তে সৃষ্টিরেবংবিধৈব।
অনুভবতি হি মূর্দ্ধ্না পাদপস্তীব্রমুষ্ণং শমযতি পরিতাপং ছাযযা সংশ্রিতানাম্ ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয়ঃ।— নিযমযসি বিমার্গপ্রস্থিতানাত্তদণ্ডঃ প্রশমযসি বিবাদং কল্পসে রক্ষণায।
অতনুষু বিভবেষু জ্ঞাতযঃ সন্তু নাম ত্বযি তু পরিসমাপ্তং বন্ধুকৃত্যং প্রজানাম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—(রাজন্। ত্বং) স্ব-সুখ-নিরভিলাষঃ (সন্) লোকহেতোঃ প্রতিদিনং খিদ্যসে। অথবা তে সৃষ্টিঃ এব এবংবিধা। হি (তথাহি) পাদপঃ মূর্দ্ধ্না তীব্রম্ উষ্ণম্ অনুভবতি (কিন্তু) ছায়য়া সংশ্রিতানাং পরিতাপ শময়তি ॥ ২০ ॥

(রাজন্। ত্বং) আত্ত-দণ্ডঃ (সন্) বিমার্গ-প্রস্থিতান্ (কুপথগামিনঃ জনান্) নিয়ময়সি, বিবাদং প্রশময়সি, রক্ষণায় কল্পসে (চ)। প্রজানাম্ অতনুষু বিভবেষু (প্রভূতেষু বিত্তেষু সৎসু) জ্ঞাতয়ঃ সন্তু নাম (বিদ্যন্তাং নাম), তাসাং (প্রজানাং) বন্ধুকৃত্যং তু ত্বয়ি পরিসমাপ্তম্ (সম্পদি বিপদি চ মঙ্গলানুধ্যানং, হিতানুষ্ঠানমিত্যর্থঃ ত্বয়ি এব প্রতিষ্ঠিতম্) ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—(অগ্রগমন করিতে করিতে রাজ্য-পালন-শ্রমের অভিনয় পূর্ব্বক) সকল প্রাণীই অভিলষিত বস্তু লাভ করিয়া সুখী হয়, কিন্তু রাজার ভাগ্যে তাহার ফল বিপরীত। রাজার প্রার্থিত-প্রাপ্তি অনন্ত দুঃখেরই কারণ হইয়া দাঁড়ায়। কেন না :—

কোন অভিপ্রেত বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত যে একটা বিষম উৎকণ্ঠা জন্মে, ঐ বস্তুর প্রাপ্তিতে সেই উৎকণ্ঠাটাই দূর হয় মাত্র, কিন্তু সেই প্রাপ্ত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কি ক্লেশই ভোগ করিতে হয়। একটি বৃহৎ রাজচ্ছত্র স্বহস্তে ধারণ করিলে যেমন আতপের কষ্টের চেয়ে সেই দুর্ব্বহ ছত্রধারণের কষ্টটাই অধিকতর হয়, তদ্রূপ রাজ্যও, লাভের জন্য উৎকণ্ঠার চেয়ে পালনের জন্য যন্ত্রণা অনেক বেশী হইয়া থাকে ॥ ১৮ ॥

বৈতালিকদ্বয়।—দেব! আপনার জয় হোক ॥ ১৯ ॥

প্রথম।—মহারাজ! আপনি আত্ম-সুখে উদাসীন থাকিয়া সর্ব্বদা প্রজাপুঞ্জের মঙ্গলের জন্য কি কষ্টই না পাইতেছেন। অথবা আপনার জন্মই এই প্রকার পরের হিত-সাধনের নিমিত্ত। পাদপ যেমন নিজে মাথা পাতিয়া প্রখর সৌরকর ধারণ করে এবং তাহার তলে যাহারা আশ্রয় লয়, তাহাদিগকে ছায়া দ্বারা ঢাকিয়া রাখে, গাত্রে একটুও তাত লাগিতে দেয় না, আপনিও ঠিক তদ্রূপ ॥ ২০ ॥

দ্বিতীয়।—রাজন্, তুমি স্বহস্তে ন্যায়ের দণ্ড ধারণ পূর্ব্বক কুপথগামীদিগকে সুপথে পরিচালিত করিতেছ, প্রজা-পুঞ্জের যত প্রকার আত্মকলহ, বিবাদ-বিসম্বাদ, তাহার নিবারণ করিতেছ এবং নিরলসভাবে সকলকে রক্ষা করিতেছ। প্রজাদিগের /আত্মীয়স্বজন, জ্ঞাতিকুটুম্বরা শুধু তাহাদের বিপুল বিভবের বেলায়ই আসিয়া দেখা দেয়, নতুবা প্রজাগণের প্রকৃত হিতসাধন তুমিই করিয়া থাক ॥ ২১ ॥

তাৎপর্য্য।—দর্শকগণের চিত্ত অন্তঃপুর-সমাগত রাজার বিষয় চিন্তা করিয়া যে বড়ই সংশয়াকুল হইয়াছিল, এ কথা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। রাণী বসুমতীর আকর্ষণে সকৃৎকৃতপ্রণয়া হংসপদিকার রাজ-কৃত উপেক্ষা স্মরণে সম্প্রতি সমাগতা সকৃৎ-কৃতপ্রণয়া শকুন্তলার অদৃষ্টে কি ঘটিবে, সেই চিন্তায় সামাজিকগণ যখন আকুল, তখন "কিং কাশ্যপ-সন্দেশ-হারিণঃ"—(১২) বলিয়া রাজার সাদরে কঞ্চুকীকে জিজ্ঞাসা করায় মহর্ষি কণ্বের এবং কণ্বাশ্রমের বিষয় যে তিনি ভোলেন নাই, প্রত্যুত বিশেষ আগ্রহের সহিত তত্রত্য সংবাদ জানিবার নিমিত্ত তিনি উদ্গ্রীব, ইহা

রাজা।— এতে ক্লান্ত-মনসঃ পুনর্নবীকৃতাঃ স্মঃ। (পরিক্রামতি) ॥ ২২ ॥

প্রতীহারী।—অহিণঅসম্মজ্জণ-সস্সিরীও সন্নিহিঅ-হোমধেণু অগ্গি-সরণলিন্দো। আরোহউ দেও। ॥ ২৩ ॥

রাজা।— (আরুহ্য পরিজনাংসাবলম্বী তিষ্ঠন্) বেত্রবতি! কিমুদ্দিশ্য ভগবতা কাশ্যপেন মৎ-সকাশম্ ঋষয়ঃ প্রেষিতাঃ স্যুঃ।

কিং তাবদ্ ব্রতিনামুপোঢ়তপসাং বিঘ্নৈস্তপো দূষিতম্ ধর্ম্মারণ্যচরেষু কেনচিদুত প্রাণিষ্বসচ্চেষ্টিতম্।
আহোস্বিৎ প্রসবো মমাপচরিতৈর্বিষ্টম্ভিতো বীরুধাম্ ইত্যারূঢ়-বহু-প্রতর্কমপরিচ্ছেদাকুলং মে মনঃ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—কিং তাবৎ ব্রতিনাম্ উপোঢ়-তপসাং তপঃ বিঘ্নৈঃ দূষিতম্। উত ধর্ম্মারণ্যচরেষু প্রাণিষু কেনচিৎ অসৎ চেষ্টিতম্। আহোস্বিৎ মম অপচরিতৈঃ (অপকার্য্যৈঃ) বীরুধাং প্রসবঃ বিষ্টম্ভিতঃ (কিম্)?—ইতি আরূঢ়-বহু-প্রতর্কং মে মনঃ অপরিচ্ছেদাকুলং (অনির্ণয়বিক্লবং জাতম্) ॥ ২৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—অভিনব-সম্মার্জ্জন-সশ্রীকঃ সন্নিহিতহোমধেনুঃ অগ্নি-শরণালিন্দঃ। আরোহতু দেবঃ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—সাধারণের এই সব উক্তিতেই ত আমাদের সার্থকতা। এই সকল কথায় আমাদের অবসন্ন হৃদয়ে নূতন উৎসাহের সঞ্চার করিয়া দেয় ॥ ২২ ॥

প্রতীহারী।—এই যে সম্মুখেই অগ্নিহোত্রগৃহের সুপরিষ্কৃত ও সুমার্জ্জিত তোরণদ্বারের সংলগ্ন প্রকোষ্ঠ। ঐ তাহার নিকটেই হোমধেনু বাঁধা রহিয়াছে। দেব! আপনি ঐ স্থানে উঠুন ॥ ২৩ ॥

রাজা।—(উচ্চ অলিন্দে আরোহণপূর্ব্বক পরিজনের স্কন্ধে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া)—বেত্রবতি! কি উদ্দেশ্যে ভগবান্ কাশ্যপ ঋষিদিগকে আমার নিকটে পাঠাইলেন?—ব্রতপরায়ণ তপস্বীদিগের তপঃকার্য্যাদিতে কেহ কি কোনরূপ বাধাবিঘ্ন জন্মাইতেছে? না—শমপ্রধান ধর্ম্মারণ্যের মৃগাদি প্রাণীর হিংসায় কেহ প্রবৃত্ত হইয়াছে? অথবা আমারই অপকর্ম্মের ফলে তপোবনের তরু-লতাদিতে ফুলফল একেবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে কি?—কিছুই ত ঠিক করিতে পারিতেছি না। বেত্রবতি! কেমন যেন একটা ঘোর সংশয়ে আমার মন বড়ই আকুল হইতেছে ॥ ২৪ ॥

বুঝিতে পারিয়া দর্শকগণের তবুও কতকটা স্বস্তি হইল। আবার যখন দুষ্মন্ত কঞ্চুকীর মুখে রাজ-পুরোহিতকে, সস্ত্রীক কণ্ব-শিষ্যদিগের বিশিষ্টভাবে সংবর্দ্ধনার উপদেশ পাঠাইলেন, এবং স্বয়ং "তপস্বি-দর্শনোচিত" প্রদেশে তাঁহাদের জন্য অপেক্ষা করিবেন,—বলিলেন, তখন, তাঁহার হৃদয় কণ্বাশ্রম, কণ্বশিষ্য প্রভৃতি বিষয়ে যে কত জাগরূক, তাহা জানিয়া দর্শকবৃন্দের বড়ই আনন্দ হইল।

হংসপদিকার সঙ্গীতে ভ্রমরবৃত্তি রাজার সম্বন্ধে দর্শকগণের চিত্তে যে বিরুদ্ধভাব জন্মিয়াছিল, এখন কণ্বাশ্রম-বাসীদের প্রতি এই সম্মান প্রদর্শনে সে ভাব তিরোহিত হইল।—এমনই সময়ে, রাজ্যপালন-জনিত খেদ, অবসাদ, ঔৎসুক্য এবং নিরন্তর কত পরিশ্রম, রাজা যখন নিজে নিজে বলিতে লাগিলেন (১৮), সম্পদের সময়ে সুখ-ভোগের অংশীর অভাব নাই, কিন্তু দুঃখ-কষ্ট-ভোগের বেলায় তিনি একান্ত একাকী, নিতান্ত নিঃসহায়, ইত্যাদি অবসাদ-ক্লান্ত রাজার মুখে শুনিলেন, তখন সামাজিকগণের হৃদয় ধীরে ধীরে আবার শ্রমকাতর দুষ্মন্তের দিকে হেলিতে আরম্ভ করিল, সহানুভূতির অমৃত-নির্ঝরে সে হৃদয় ক্রমেই অভিষিক্ত হইয়া উঠিল।

প্রেক্ষাগৃহ যখন এইরূপ রাজানুকূল চিন্তা-ধারায় ভরপুর, তখন "মহারাজের জয় হউক" বলিয়া দুইজন বৈতালিক গান আরম্ভ করিল। সে গান আর কিছুই নহে, রাজ্য-ভারাক্রান্ত নৃপতি দুষ্মন্তের খেদাকুল অবস্থার, বিষাদ-পূর্ণ জীবনের ছবি। পরের জন্য দিনযামিনী পরিশ্রম, কত যন্ত্রণা, কত ব্যথা, ন্যায়ের তুলাদণ্ড হস্তে লইয়া রাজ্য-শাসন, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন,—এক কথায়—প্রজাপুঞ্জের সর্ব্ববিধ হিতসাধনে, শিক্ষা-দীক্ষা-বিধানে—উৎসৃষ্ট-সর্ব্বস্ব রাজার প্রকৃত স্বরূপের জ্বলন্ত প্রতিকৃতি সেই বৈতালিক-সঙ্গীতের অমল দর্পণে যেন জ্বল্‌জ্বল্ করিতেছে। (২০—২১)

রাজ-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণান্তে শ্রমক্লান্ত নৃপতির চিত্তে যে অবসাদ আসিয়াছিল, বৈতালিকদ্বয়ের এই সঙ্গীতে, এই স্বরূপ-বর্ণনে তাহা দূর হইল এবং সেই রাজ-হৃদয়ে নবীন উৎসাহের স্রোত বহিল। (২২)

প্রতীহারী।—সুচরিঅণন্দিণো ইসীও দেঅং সভাজইদুং আঅদ ত্তি তক্কেমি ॥ ২৫ ॥

(ততঃ প্রবিশতি গৌতমী-সহিতাং শকুন্তলাং পুরস্কৃত্য মুনয়ঃ পুরশ্চৈষাং কঞ্চুকী পুরোহিতশ্চ) ॥ ২৬ ॥

কঞ্চুকী।— ইতো ইতো ভবন্তঃ। ॥ ২৭ ॥

শার্ঙ্গরব।— শারদ্বত!

মহাভাগঃ কামং নরপতিরভিন্নস্থিতিরসৌ ন কশ্চিদ্বর্ণানামপথমপকৃষ্টোঽপি ভজতে।
তথাপীদং শশ্বৎ পরিচিত-বিবিক্তেন মনসা জনাকীর্ণং মন্যে হুতবহপরীতং গৃহমিব ॥ ২৮ ॥

শারদ্বত।— জানে ভবান্ পুরপ্রবেশাদিত্থম্ভূতঃ সংবৃত্তঃ। অহমপি—

অভ্যক্তমিব স্নাতঃ শুচিরশুচিমিব প্রবুদ্ধ ইব সুপ্তম্।
বদ্ধমিব স্বৈরগতির্জনমিহ সুখ-সঙ্গিনমবৈমি ॥ ॥ ২৯ ॥

শকুন্তলা — (নিমিত্তং সূচয়িত্বা) অম্মহে কিং মে বামেদরং ণঅণং বিপ্ফুরদি ॥ ৩০ ॥

গৌতমী।— জাদে পডিহদং অমঙ্গলং। সুহাইং দে ভত্তুকুলদেবদাও বিতরন্তু। (পরিক্রামতি) ॥ ৩১ ॥

অন্বয়।—অভিন্নস্থিতিঃ অসৌ নরপতিঃ মহাভাগঃ (ভবতি), বর্ণানাম্ অপকৃষ্টঃ অপি কশ্চিৎ অপথং ন ভজতে—কামম্। তথাপি জনাকীর্ণং ইদং (স্থানং) শশ্বৎ-পরিচিত-বিবিক্তেন (নিয়ত-নির্জ্জন-স্থান-সেবিনা) মনসা (অহং) হুতবহ-পরীতং (অনল পরিবেষ্টিতং) গৃহম্ ইব মন্যে ॥ ২৮ ॥

অহম্ অপি ইহ সুখসঙ্গিনং জনং, স্নাতঃ অভ্যক্তম ইব, শুচিঃ অশুচিম্ ইব, প্রবুদ্ধঃ সুপ্তম্ ইব, স্বৈরগতিঃ বদ্ধম্ ইব অবৈমি ॥ ২৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—সুচরিতনন্দিনঃ ঋষয়ঃ দেবং সভাজয়িতুম্ আগতাঃ—ইতি তর্কয়ামি ॥ ২৫ ॥

অহো! কিং মে বামেতরং নয়নং বিস্ফুরতি ॥ ৩০ ॥

জাতে! প্রতিহতম্ অমঙ্গলম্। সুখানি তে ভর্তৃকুল-দেবতাঃ বিতরন্তু ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রতীহারী।—মহারাজ। আমার মনে হয়, আপনার নানাবিধ সৎকার্য্যে একান্ত আনন্দিত হইয়া ঋষিরা আপনাকে অভিনন্দিত করিতে আসিয়া থাকিবেন ॥ ২৫ ॥

(শকুন্তলাকে পুরোভাগে লইয়া গৌতমী ও ঋষিগণের প্রবেশ। সর্ব্বাগ্রে কঞ্চুকী এবং পুরোহিত) ॥ ২৬ ॥

কঞ্চুকী। এই দিকে আসুন আপনারা ॥ ২৭ ॥

শার্ঙ্গরব।—শারদ্বত! এই নৃপতি দুষ্মন্ত যথার্থই একজন মহাপুরুষ, কেহ বলিতে পারে না যে, ইনি কোনদিন স্বায় মানমর্য্যাদার হানিকর কোনরূপ কার্য্য করিয়াছেন। উচ্চ বর্ণের ত কথাই নাই, অতি হীন বর্ণের কোন ব্যক্তিও ইঁহার রাজ্যে কোনরূপ অপথে কখনও যায় না, এ সবই সত্য, কিন্তু ভাই! চিরদিন নির্জ্জন-স্থানে বাস করিয়া আমার মন এমনই হইয়াছে যে, এই জনকোলাহলপূর্ণ রাজবাড়ী আমার নিকট অগ্নিপরিবেষ্টিত গৃহের ন্যায় ভয়ঙ্কর বোধ হইতেছে ॥ ২৮ ॥

শারদ্বত।—সে আমি আগেই বুঝতে পেরেছি। দেখছি—রাজপুরীতে ঢোকা অবধিই তোমার ঐ দশা ঘটিয়াছে। আমারও ভাই এই রাজবাড়ীর সুখ-সাগর-মগ্ন লোকগুলিকে কেমন মনে হইতেছে জানো?—স্নানোত্তীর্ণ ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে তেলমাখা লোককে যেমন লাগে, কিংবা অতি পবিত্র ব্যক্তির নিতান্ত অপবিত্রকে যেমন লাগে, অথবা জাগরিত ব্যক্তির নিদ্রিত ব্যক্তিকে যেমন লাগে, কিংবা স্বাধীন ব্যক্তির শৃঙ্খলিত অর্থাৎ পরাধীন ব্যক্তিকে যেমন লাগে,—ঠিক সেইরূপ ॥ ২৯ ॥

শকুন্তলা।—(দুর্লক্ষণ লক্ষ্য করিয়া) এ কি? আমার ডান চোখ নাচ্‌ছে কেন? ॥ ৩০ ॥

গৌতমী।—জাদু, অমঙ্গল দূর হউক। তোমার পতির কুলদেবতারা তোমাকে সুখ-সম্পদ দান করুন।

(অগ্রসর হইতে লাগিলেন) ॥ ৩১ ॥

পুরোহিত।—(রাজানং নির্দ্দিশ্য) ভোস্তপস্বিনঃ! অসাবত্রভবান্ বর্ণাশ্রমাণাং রক্ষিতা প্রাগেব মুক্তাসনো বঃ প্রতিপালয়তি। পশ্যত এনম্। ॥ ৩২ ॥

শার্ঙ্গরব।— ভো মহাব্রাহ্মণ! কামম্ এতদ্ অভিনন্দনীয়ম্। তথাপি বয়ম্ অত্র মধ্যস্থাঃ। কুতঃ—

ভবন্তি নম্রাস্তরবঃ ফলাগমৈঃ নবাম্বুভির্দূর-বিলম্বিনো ঘনাঃ।
অনুদ্ধতাঃ সৎপুরুষাঃ সমৃদ্ধিভিঃ স্বভাব এবৈষ পরোপকারিণাম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়।—তরবঃ ফলাগমৈঃ নম্রা ভবন্তি, ঘনাঃ নবাম্বুভিঃ দূর-বিলম্বিনঃ ভবন্তি, সৎপুরুষাঃ (চ) সমৃদ্ধিভিঃ অনুদ্ধতাঃ ভবন্তি,—পরোপকারিণাম্ এষঃ এব স্বভাবঃ॥৩৩॥

বঙ্গার্থ।—পুরোহিত।—(রাজাকে দেখাইয়া) ওহে তপস্বিগণ! চাতুর্ব্বর্ণ্য এবং চতুরাশ্রমের রক্ষাকর্ত্তা, পূর্ব্ব হইতেই আসন ছাড়িয়া উঠিয়া আপনাদিগের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। একবার ইঁহার দিকে তাকান্॥৩২॥

শার্ঙ্গরব।—ওহে মহাব্রাহ্মণ! অতবড় রাজার পক্ষে, গরীব আমরা, আমাদের উদ্দেশে উঠিয়া দাঁড়ানো খুব প্রশংসার কথা বটে, কিন্তু তা হ'লেও আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন, ইহাতে তুমি যেরূপ গর্ব্ব করিতেছ, তাহার তেমন কোন কারণ খুঁজিয়া পাইতেছি না। কেন না—

ফল-সমাগমে তরুরাজি স্বতই নত হইয়া থাকে, নবজলদ-সমাগমে মেঘমালা আপনিই কত নীচুতে নামিয়া আসে, আবার যাঁহারা প্রকৃত সাধু পুরুষ, অভ্যুদয়-সম্পদে তাঁহারা অতীব বিনীত হইয়া থাকেন। ঠাকুর! পরোপকারীদের এইটাই হইল প্রকৃত স্বভাব। তাই বলিতেছিলাম, তুমি যে জন্য রাজার অত তোষামোদ করিতেছ, আমরা তাহাতে সজ্জন-চরিত্রের অতিরিক্ত তেমন কিছুই দেখিতেছি না॥৩৩॥

শকুন্তলাকে লইয়া শার্ঙ্গরব, শারদ্বত ও গৌতমী পিসী রাজার অগ্নিহোত্র গৃহপ্রাঙ্গণে পৌছিয়াছেন, সঙ্গে রাজ-পুরোহিত। কেহ কোন কথা কহিবার পূর্ব্বেই শকুন্তলা চমকিয়া উঠিল।

"বামেতর অক্ষি তার কাঁপিল সঘনে" (মাইকেল) "এ আবার কি?"—বলিতে-না-বলিতেই গৌতমী সান্ত্বনা দিয়া কহিলেন—"ষাট্, বাছাঃ ষাট্, দুঃখের দিন ত কাটিয়া গিয়াছে। তোমার পতিকুলদেবতা মঙ্গল করিবেন।" শকুন্তলা নিশ্চিন্ত হইল, ভাবিল, পিসীমার কথা কি মিথ্যা হইতে পারে?

রাজার সম্মুখে ঢুকিতেই কণ্বদুহিতার ডান চোখ কাঁপিল,—এ কি হ'লো,—ভাবিয়া সামাজিকরাও চম্‌কাইলেন। —নিমেষের জন্য সম্মেলন-চত্বরে একটি নিশ্বাসের শব্দ পর্য্যন্ত শ্রুত হইল না। সব নীরব; এমন সময়ে পুরোহিত ঠাকুর রাজাকে দেখাইয়া তপস্বীদিগকে কহিলেন, আসমুদ্র পৃথিবীর অধীশ্বর, ঐ দেখ তাপসগণ! তোমাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া কত পূর্ব্ব হইতেই আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া আছেন। অর্থাৎ বিনয়ের এমন প্রতিমূর্ত্তি কি আর কোথাও দেখিয়াছ?—পুরোহিতের আকাশ-প্রকম্পী স্বরে সকলেরই দৃষ্টি সেই দিকে পড়িল। সত্যই চোখ জুড়াইয়া গেল। তপস্বীদিগের অভ্যর্থনার অনুকূল সাত্ত্বিক বেশে দীর্ঘবপুঃ নরেন্দ্র পবিত্র হোমগৃহের তোরণ-কক্ষের দ্বারে দাঁড়াইয়া,—সম্মুখে আজন্ম-সাত্ত্বিক ঋষি-শিষ্যদ্বয় ও তপোবনের মূর্ত্তিমতী পবিত্রতার ন্যায় বর্ষীয়সী তাপসী গৌতমী, সঙ্গে সেই শকুন্তলা, দর্শকগণের ক্ষণকালের নিমিত্ত যেন কেমন উদ্‌ভ্রান্তি জন্মিল—সেই শকুন্তলা এবং সেই রাজাকে বহুকাল পরে আজ অন্যোন্যের সম্মুখীন দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ের যে ভাবান্তর ঘটিল, যে অপূর্ব্ব অবস্থা জন্মিল, তাহার সামান্য ভগ্নাংশমাত্রও প্রকাশ করিবার মত ভাষা এ দীন লেখকের নাই। সে স্থানের তদানীন্তন অবস্থা কেবল সহৃদয়গণেরই সম্বেদ্য।

কবি-শব্দের অর্থ—"ক্রান্তদর্শী," যাহা হইয়া থাকে, হয়, হইতে পারে বা হইবে,—তাহা যাঁহাদের নয়নে পরিস্ফূর্ত্ত ও হৃদয়ে অনুভূত হয়, তাঁহারাই প্রকৃত কবি। কালিদাস যখন আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহার পূর্ব্ব হইতেই প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য তেজের,—ব্রাহ্মণ-হৃদয়ের প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত স্বাতন্ত্র্যের ক্রমশঃ ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইয়াছে।—বিশেষতঃ রাজ-রাজড়াদের বৃত্তিভোগী ব্রাহ্মণদের দশা তখনও যে খুব বেশী উন্নত ছিল, তাহা কবির লেখায় মনে হয় না। বাড়ীতে আর্ষ অতিথি আসিয়াছেন,—কোন প্রার্থনা লইয়া তাঁহারা আসেন নাই, ভিক্ষার নিমিত্ত—

প্রতীহারী।—দেঅ। পসণ্ণ-মুহবণ্ণা দীসন্তি। জাণামি বীসদ্ধ-কজ্জাও ইসীও ॥ ৩৪ ॥

রাজা।— (শকুন্তলাং দৃষ্ট্বা) অথাত্রভবতী—

কা স্বিদবগুণ্ঠনবতী নাতি-পরিস্ফুট-শরীর-লাবণ্যা।
মধ্যে তপোধনানাং কিসলয়মিব পাণ্ডুপত্রাণাম্ ॥ ॥ ৩৫ ॥

প্রতীহারী।—দেঅ। কুতূহল-গব্ভো পহিও ণ মে তক্কো পসরই। দংসণীআ উণ সে আকিদী লক্খীঅই। ॥ ৩৬ ॥

রাজা।— ভবতু। অনির্বর্ণনীয়ং খলু পর-কলত্রম্ ॥ ৩৭ ॥

শকুন্তলা।—(হস্তমুরসি কৃত্বা আত্মগতম্) হিঅঅ কিং এব্বং বেবসি। অজ্জউত্তস্স ভাবং ওহারিঅ ধীরং দাব হোহি। ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—তপোধনানাং মধ্যে, পাণ্ডুপত্রাণাং মধ্যে কিসলয়ম্ ইব, অবগুণ্ঠনবতী, নাতিপরিস্ফুটশরীর লাবণ্যা অত্রভবতী কা স্বিৎ? ॥ ৩৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—দেব। প্রসন্ন-মুখ-বর্ণাঃ দৃশ্যন্তে। জানামি—বিস্রব্ধকার্য্যাঃ ঋষয়ঃ ॥ ৩৪ ॥

দেব। কুতূহল-গর্ভঃ ন মে তর্কঃ প্রসরতি। দর্শনীয়া পুনরস্যাঃ আকৃতিঃ লক্ষ্যতে ॥ ৩৬ ॥

হৃদয়। কিম্ এবং বেপসে? আর্য্যপুত্রস্য ভাবম্ অবধার্য্য ধীরং তাবৎ ভব ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রতীহারী।—দেব। ঋষিদের মুখচ্ছবি যেরূপ প্রসন্নতাপূর্ণ দেখা যাচ্ছে, তাহাতে মনে হয়, কোন একটা বিশেষ আনন্দকর কার্য্যের জন্যই তাঁহারা আসিয়াছেন ॥ ৩৪ ॥

রাজা।—(শকুন্তলাকে দেখিয়া) এই অবগুণ্ঠনবতী কামিনী কে? এখনও ইঁহার দেহলতার লাবণ্য সম্যক্‌প্রকারে ফোটে নাই, তবুও ইনি এত সুন্দরী। তপস্যা ছাড়া যাহাদের অন্য কোন কাজ নাই, সেই ঋষিদিগের মধ্যেই বা ইনি কেন? দেখিয়া মনে হইতেছে, যেন পাণ্ডুবর্ণের পত্রের মধ্যে একটি নবীন ও নধর পল্লব ফোট-ফোট হইয়া রহিয়াছে। ব্যাপার কি? ॥ ৩৫ ॥

প্রতীহারী।—দেব। আমার জান্‌তে বড়ই কৌতূহল হচ্ছে যে, এই স্ত্রীলোকটি কে, কিন্তু জিজ্ঞাসা কর্‌তে পেরে উঠ্‌ছি না। কিন্তু এটা বল্‌তেই হবে যে, ইহার চেহারাটা দেখার মতনই বটে, খুব সুন্দরী ॥ ৩৬ ॥

রাজা।—তা হোক্ সুন্দরী, পরস্ত্রী দেখতে নাই ॥ ৩৭ ॥

শকুন্তলা।—(বুক হাত দিয়া চাপিয়া ধরিয়া মনে মনে) হৃদয়, এত কাঁপছ কেন? আর্য্যপুত্রের সেই মিলন-কালের অবস্থা স্মরণ পূর্ব্বক স্থির হও, অত ভালোবাসা কি ভুলে গেলে ॥ ৩৮ ॥

কাতর অঞ্জলি-বদ্ধ করে তাঁহারা উপস্থিত হন নাই। রাজারই অধিকৃত ধন, রাজাকে প্রত্যর্পণ করিতে আসিয়াছেন। স-সাগরা ধরণীর অধিপতির পক্ষে বিনয়-প্রকাশ তদীয় চারিত্র্য-মাহাত্ম্যেরই পরিজ্ঞাপক, তাঁহার বিধিদত্ত পদের ও বিশ্ববিশ্রুত বংশের উপযুক্ত, রাজা তাহাই করিয়াছেন মাত্র। ঋষিদিগের অভ্যর্থনার জন্য পূর্ব্ব হইতেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন—বলিয়া রাজ-পুরোহিতের পক্ষে অতটা প্রশংসা, রাজাকে অতটা উঁচু করিয়া তোলা এবং আকাশ-পাতাল কাঁপাইয়া ঘোষণা করা—বনবাসীদিগের কাণে বড়ই বাজিল। তাঁহারা সহিতে পারিলেন না। সংসারী লোক হইলে হজম করিত, পুরোহিতের উক্তিতে 'তা' ঠিক' বলিয়া সায় দিতে পারিত,—কিন্তু ঋষিরা তাহা দিলেন না। বেদাচার-সম্পন্নবৎ রাজসংসারে লব্ধপ্রতিষ্ঠ পুরোহিত ব্রাহ্মণের তাদৃশ চাটুকারিতা দর্শনে তাঁহারা ব্যথিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শৃঙ্গবৎ উদাত্ত-কণ্ঠে শার্ঙ্গরব কহিলেন, "ওহে মহাব্রাহ্মণ, রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তীর পক্ষে দীনহীন বনবাসী আমাদের জন্য আসন ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ানোটা খুবই প্রশংসার কথা বটে, কিন্তু আমরা ইহাতে তেমন কিছু বিশিষ্টতা দেখিতেছি না।" "মহাব্রাহ্মণ"—সম্বোধনটা ঋষিরা বৃথা করেন নাই। উহা নিরর্থক প্রযুক্ত হয় নাই। প্রকৃত ব্রাহ্মণকে কোন বিশেষণে বিশেষিত করিবার প্রয়োজন হয় না। ব্রাহ্মণ—এইটুকুই যথেষ্ট। যাহারা

পুরোহিত।—(পুরোগত্বা) এতে বিধিবদর্চ্চিতাঃ তপস্বিনঃ। কশ্চিদ্ এষাং উপাধ্যায়সন্দেশঃ। তং দেবঃ শ্রোতুমর্হতি। ॥ ৩৯ ॥

রাজা।— অবহিতোঽস্মি। ॥ ৪০ ॥

ঋষয়ঃ।— (হস্তমুদ্যম্য) বিজয়স্ব রাজন্! ॥ ৪১ ॥

রাজা।— সর্ব্বান্ অভিবাদয়ে। ॥ ৪২ ॥

ঋষয়ঃ।— ইষ্টেন যুজ্যস্ব। ॥ ৪৩ ॥

রাজা।— অপি নির্ব্বিঘ্ন-তপসো মুনয়ঃ। ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গার্থ।—পুরোহিত।—(রাজার সম্মুখে গিয়া) এই তপস্বীদিগকে যথাবিধি সংকৃত করা হইয়াছে। ইঁহাদের উপাধ্যায় মহর্ষি কণ্বের নিকট হইতে ইঁহারা যেন কি সংবাদ লইয়া আসিয়াছেন। মহারাজ সেই সংবাদ শ্রবণ করুন ॥ ৩৯ ॥

রাজা।—বলুন,—শুনছি ॥ ৪০ ॥

ঋষিরা।—রাজন্! সর্ব্বত্র বিজয়ী হউন ॥ ৪১ ॥

রাজা।—আপনাদের সকলকে অভিবাদন করিতেছি ॥ ৪২ ॥

ঋষিরা।—অভিলষিত লাভ করুন ॥ ৪৩ ॥

রাজা।—মুনিগণের তপঃকার্য্যের কোনরূপ বাধাবিঘ্ন জন্মে নাই ত? ॥ ৪৪ ॥

ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মবর্জ্জিত, যজ্ঞসূত্র-সার, জাতিমাত্র-সম্বল ব্রাহ্মণরূপে পরিচিত, তাহাদেরই বিশেষণের প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া "মহৎ" শব্দ ব্রাহ্মণ-শব্দের পূর্ব্বে প্রয়োগ করিতে নাই, অন্যভাবে বিশেষিত কর, ও শব্দটা দিও না। উহা ব্রাহ্মণ-শব্দের পূর্ব্বে বসিলে—ব্রাহ্মণকে অতি হীনজাতীয় বলিয়াই বুঝায়। শঙ্খ, তৈল, মাংস, বৈদ্য, জ্যোতিষিক এবং দ্বিজবাচক শব্দের পূর্ব্বে মহৎ শব্দের ব্যবহার শব্দ-শাস্ত্র-বিগর্হিত। পুরোহিতের ব্রাহ্মণ-বিগর্হিত ব্যবহারে বিরক্ত হইয়াই স্বাধীন-বৃত্তিক তাপস শার্ঙ্গরব ঐ শাস্ত্রবিগর্হিত শব্দ ব্যবহার পূর্ব্বক পুরোহিতকে সমজাইয়া দিয়াছিলেন যে, তোমার কতটা অধঃপতন ঘটিয়াছে। কোথায় তোমরা ছিলে, আর রাজ-সেবার ফলে আজ কোথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছ। ৩৩

শকুন্তলাকে দেখিয়া রাজা ঠাহর করিতে পারেন নাই যে, উনি কে?—প্রতীহারীও পারে নাই, কিন্তু স্ত্রীলোক, সুতরাং অপরিচিতা অনিন্দ্য-সুন্দরী যুবতীকে কতিপয় নবীন ব্রহ্মচারীর মধ্যে অকপটভাবে চলাফেরা করিতে দেখিয়া তাহার বড়ই কৌতূহল হইতেছে যে, জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু পরিচারিকা সে, ততটা সাহসে কুলাইতেছে না। অথচ সেই অনবদ্য সৌন্দর্য্য হইতে চোখ ফিরাইতেও ইচ্ছা হইতেছে না। তাই সরলা প্রতীহারী রাজার প্রশ্নে, কে ঐ সুন্দরী কথায় জবাব দিয়া বসিল। কহিল, সুন্দরী বটে, কি রূপ! আ মরি! রাজা অমনিই তাড়া দিলেন, বলিলেন—হোক না রূপসী, পরের স্ত্রী দেখিতে নাই, ছিঃ!

দর্শকবৃন্দ রুচিমান্ রাজার এই উক্তিতে শিহরিয়া উঠিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, এখনও বোধ হয়, চিনিতে পারেন নাই, অনেক দিন ছাড়াছাড়ি কি না, এখনই সকল গোল মিটিয়া যাইবে। অত ব্যাপার, অমন ভালোবাসা, এও কি সম্ভব!—ইত্যাদি প্রকারে তাঁহারা কথঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত হইলেন বটে, কিন্তু শকুন্তলার বুক কাঁপিয়া উঠিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সে অন্ধকার দেখিল। ক্ষণকালের জন্য সব যেন তাহার গোলমাল হইয়া গেল। দুঃখিনী তখন উদ্বেল বক্ষঃস্থল চাপিয়া ধরিয়া কোনমতে স্থির হইতে চেষ্টা করিল ও মনে মনে কহিল—হৃদয়, অত অধীর হইও না, প্রিয়তমের সেই তপোবন-সংবৃত্ত ঘটনাগুলি মনে করিয়া শান্ত হও। অমন প্রণয়সিন্ধু কি কখনো শুকাইতে পারে?

রঙ্গমঞ্চের যখন এমনই সংশয়াকুল অবস্থা, তখন পুরোহিত তপস্বীদিগকে, রাজবাড়ীর আদব-কায়দার সহিত রাজার নিকট পরিচয় করিয়া দিলেন এবং আশ্রমপতি মহর্ষি কণ্বের প্রেরিত সংবাদ শুনিবার নিমিত্ত রাজাকে অনুরোধ করিলেন। রাজাও তৎক্ষণাৎ কহিলেন —বলুন, আমি শুনিবার জন্য প্রস্তুত।—রাজার এই "প্রস্তুত" কথায় সমগ্র রঙ্গ-মঞ্চ প্রতিধ্বনিত হইল। দর্শকগণ উক্ত কথোপকথন শুনিবার নিমিত্ত একান্ত নিবিষ্ট-হৃদয়ে ও উন্নমিত-কণ্ঠে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। আর শকুন্তলা?—আলেখ্য-লিখিতার ন্যায় নিস্পন্দ ও বুঝি বা নিরুদ্ধ-নিশ্বাস অবস্থায় কাণ পাতিয়া রহিল ॥ ৪০

ঋষযঃ ।— কুতো ধর্ম্মক্রিযাবিঘ্নঃ সতাং রক্ষিতরি ত্বযি ।
তমস্তপতি ঘর্ম্মাংশৌ কথমাবির্ভবিষ্যতি ॥ ॥ ৪৫ ॥

রাজা ।— অর্থবান্ খলু মে রাজ-শব্দঃ । অথ ভগবান্ লোকানুগ্রহায কুশলী কাশ্যপঃ ॥ ৪৬ ॥

ঋষযঃ ।— স্বাধীন-কুশলাঃ সিদ্ধিমন্তঃ । স ভবন্তম্ অনাময-প্রশ্নপূর্ব্বকং ইদম্ আহ ॥ ৪৭ ॥

রাজা ।— কিম্ আজ্ঞাপযতি । ॥ ৪৮ ॥

শার্ঙ্গরব ।— যন্মিথঃ সমযাদ্ ইমাং মদীযাং দুহিতরং ভবান উপাযংস্ত । তন্মযা প্রীতিমতা যুবযোরনুজ্ঞাতম্ । কুতঃ —

ত্বমর্হতাং প্রাগ্রহরঃ স্মৃতোঽসি নঃ শকুন্তলা মূর্ত্তিমতী চ সৎক্রিযা ।
সমানযংস্তুল্য-গুণং বধূ-বরং চিরস্য বাচ্যং ন গতঃ প্রজাপতিঃ ॥
তদিদানীম্ আপন্ন-সত্ত্বা প্রতিগৃহ্যতাং সহধর্ম্মচরণায ইতি ॥ ৪৯ ॥

অন্বয় ।—রাজন্ । ত্বয়ি সতাং রক্ষিতরি (সতি) ধর্ম্ম-ক্রিয়াবিঘ্নঃ (যজ্ঞাদি-ধর্ম্ম-কর্ম্ম-বিপত্তিঃ) কুতঃ (সম্ভবেৎ ?), ঘর্ম্মাংশৌ (সূর্য্যে) তপতি সতি তমঃ কথম্ আবির্ভবিষ্যতি ? (নহি সূর্য্যে উদিতে ধ্বান্তস্য অবসরঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৪৫ ॥

রাজন্ ! ত্বং অস্মাকং (অস্মাভিঃ) অর্হতাং (পূজার্হাণাং) প্রাগ্রহরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) স্মৃতঃ অসি । ইয়ং শকুন্তলা চ মূর্ত্তিমতী সৎক্রিয়া, প্রজাপতিঃ তুল্যগুণং বধূবরং সমানয়ন্ (স যোজয়ন্) চিরস্য (চিরায়) বাচ্যং ন গতঃ (নিন্দনীয়তাং ন প্রাপ্তবান্) ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গার্থ ।—ঋষিরা ।—রাজন্ ! সূর্য্যদেব যখন আকাশ-মণ্ডলে উদিত থাকেন, তখন যেমন অন্ধকার সম্ভবিতে পারে না, তদ্রূপ আপনি যেখানে সাধু-সজ্জনের রক্ষাকর্ত্তা, তথায় যাগযজ্ঞাদি ধর্ম্মকার্য্যে বাধাবিঘ্নের সম্ভাবনা কোথায় ? ॥ ৪৫ ॥

রাজা ।—এত দিনে আমার "রাজা" নাম সার্থক হইল । ভগবান্ কাশ্যপ ভালো আছেন ত ? জগতের মঙ্গলের জন্যই তাঁহাদের শরীর-ধারণ, সুতরাং তাঁহাদের ভালো থাকা মানে জগতের প্রতি অনুগ্রহ-প্রকাশ ॥ ৪৬ ॥

ঋষিরা ।—যাঁহাদের মানসী সিদ্ধি আছে, তাঁহাদের নিজের মঙ্গলামঙ্গল নিজেরই হাতে । যতদিন প্রয়োজন—সুস্থভাবে বিরাজ করিয়া কার্য্য শেষ হইলেই তাঁহারা লীলাসংহার করেন । আমাদের সেই গুরুদেব আপনার সম্মানপূর্ব্বক কুশল জিজ্ঞাসার পর এই কথা বলিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

রাজা ।—কি আদেশ করিয়াছেন তিনি ? ॥ ৪৮ ॥

শার্ঙ্গরব ।—(রাজন্ ! মহর্ষি বলিয়াছেন যে,) অতি সঙ্গোপনে শপথপূর্ব্বক আমার এই কন্যাকে আপনি যে বিবাহ করিয়াছেন, আপনাদের উভয়ের সেই পরিণয় আমি সন্তুষ্টচিত্তে অনুমোদন করিয়াছি । কেন না,—আমরা আপনাকে সম্মানভাজন পূজার্হদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি । আবার আমার এই শকুন্তলাও যেন শরীর-ধারিণী সৎক্রিয়া । সুতরাং পূজার্হ ব্যক্তিকে সৎকার সহকারেই অর্চ্চনা করা সর্ব্বপ্রকারে বিধেয় । আপনার ন্যায় গুণবানের সহিত শকুন্তলার ন্যায় গুণবতীকে মিলিত করিয়া প্রজাপতি চিরকালের জন্য প্রশংসনীয় হইলেন । আপনাদের উভয়ের এই মিলন না হইলে বিধাতার ঘোর নিন্দা হইত । অতএব আপনি ধর্ম্মাচরণের নিমিত্ত আপনার এই সহধর্ম্মিণীকে গ্রহণ করুন,—রাজন্ । ইনি এখন স-সত্ত্বা ॥ ৪৯ ॥

গৌতমী।— অজ্জ! কিং বি বত্তুকাম ম্হি, ণ মে বঅণাবসরো অত্থি। কহং ত্তি—

ণাবেক্খিঅো গুরুঅণো ইমাএ ণ তুএ পুচ্ছিঅো বন্ধূ।

এক্কক্কমেব্বং চরিএ ভণামি কিং এক্কমেক্কস্স ॥ ৫০ ॥

শকুন্তলা।—(আত্মগতম্) কিং ণু ক্খু অজ্জউত্তো ভণই। ॥ ৫১ ॥

রাজা।— কিমিদমুপন্যস্তম্। ॥ ৫২ ॥

শকুন্তলা।—(আত্মগতম্) পাবঅো ক্খু বঅণোবণ্ণাসো ॥ ৫৩ ॥

শার্ঙ্গরব।— কথমিদং নাম? ভবন্তঃ এব সুতরাং লোকবৃত্তান্ত-নিষ্ণাতাঃ ॥

সতীমপি জ্ঞাতি-কুলৈক-সংশ্রয়াং জনোঽন্যথা ভর্তৃমতীং বিশঙ্কতে।

অতঃ সমীপে পরিণেতুরিষ্যতে তদপ্রিয়াপি প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ ॥ ৫৪ ॥

রাজা।— কিং চাত্রভবতী ময়া পরিণীতপূর্ব্বা? ॥ ৫৫ ॥

শকুন্তলা।—(সবিষাদম্ আত্মগতম্) হিঅঅ! সংপড়িআ দাণিং দে আসঙ্কা ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়।—অনয়া গুরুজনঃ ন অপেক্ষিতঃ, ত্বয়া (চ) বন্ধুঃ (পিত্রাদিঃ) ন পৃষ্টঃ। একৈকম্ (অনোন্যম্) এবং চরিতে একস্মৈ (কৃতে) একং কিং ভণামি ॥ ৫০ ॥

ভর্ত্তৃমতীং (পতিবত্নীং) জ্ঞাতিকুলৈকসংশ্রয়াং (নিরন্তর-পিতৃগৃহবাসিনীং) সতীং (সাধ্বীং) অপি (কামিনীং) জনঃ অন্যথা বিশঙ্কতে (অসতী ইয়ম্ ইতি সম্ভাবয়তি)। অতঃ (হেতোঃ) তদপ্রিয়া অপি (তস্য পত্যুঃ অপ্রিয়া) প্রমদা স্ববন্ধুভিঃ (পিত্রাদিভিঃ) পরিণেতুঃ সমীপে ইষ্যতে (ভবতু ইয়ং পত্যুরপ্রিয়া, তথাপি তৎ-সকাশে এব অস্যাঃ স্থিতিঃ সমীচীনা এবং অভিলষ্যতে) ॥ ৫৪ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আর্য্য! কিমপি বক্তুকামা অস্মি। ন মে বচনাবসরঃ অস্তি, কথমিতি।

নাপেক্ষিতঃ গুরুজনঃ অনয়া ন ত্বয়া পৃষ্টঃ বন্ধুঃ।

একৈককং এবং চরিতে ভণামি কিম্ একম্ একস্মৈ ॥৫০॥

কিং নু খলু আর্য্যপুত্রঃ ভণতি ॥ ৫১ ॥

পাবকঃ খলু বচনোপন্যাসঃ ॥ ৫৩ ॥

হৃদয়! সম্পতিতা ইদানীং তে আশঙ্কা ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গার্থ।—গৌতমী।—আর্য্য! আমারও দু'একটা কথা বল্‌বার ছিল, কিন্তু বল্‌তে যেয়ে দেখ্‌ছি,—বল্‌বার আর পথ নাই। কেননা,—এই শকুন্তলা আপনাকে আত্মদান করিবার সময়ে গুরুজনের কোনই অপেক্ষা রাখে নাই এবং আপনিও ইহার স্বজনবর্গকে কোন কিছু জিজ্ঞাসা করেন নাই। আপনারা দুই জনই স্ব-ইচ্ছায় যখন এইরূপ কাজ করিয়া ফেলিয়াছেন, তখন আপনাদের একের জন্য অন্যকে কি বল্‌বো—বলুন। এরূপ স্থলে তৃতীয় ব্যক্তির কোন কথাই মানায় না বা সাজেও না ॥ ৫০ ॥

শকুন্তলা।—(মনে মনে) দেখি, আর্য্যপুত্র কি জবাব দেন ॥ ৫১ ॥

রাজা।—এ কি অদ্ভুত ব্যাপার! যেন একটা উপন্যাস ॥ ৫২ ॥

শকুন্তলা।—(মনে মনে) উঃ, ইঁহার কথাগুলি যেন জ্বলন্ত অগ্নি ॥ ৫৩ ॥

শার্ঙ্গরব।—কি! এতদূর! বলি আপনারাই না লৌকিক ব্যবহার-জ্ঞান বিষয়ে পরম পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত? আপনি কি জানেন না যে,—সধবা কামিনী যতবড় সতীই হউক-না-কেন, সে যদি নিয়ত পিতৃগৃহেই বাস করে, তবে লোকে তার সম্বন্ধে কত অকথা-কু-কথা বলে, এই কারণে, স্বামী ভালো বাসুন আর নাই বাসুন, কন্যার পিতামাতা চান্ যে, সে পতিগৃহেই বাস করুক ॥ ৫৪ ॥

রাজা।—কি বল্লেন? ইনি কি আমার পরিণীতা? ॥ ৫৫ ॥

শকুন্তলা।—(সবিষাদে মনে মনে) হৃদয়, যে আশঙ্কা করিয়াছিলে, এতক্ষণে তাহা উপস্থিত হইল ॥ ৫৬ ॥

শার্ঙ্গরব।— কিং কৃতকার্য্যদ্বেষাদ্ ধর্ম্মং প্রতি বিমুখতা উচিতা রাজ্ঞঃ ॥ ৫৭ ॥

রাজা।— কুতোঽয়মসৎকল্পনাপ্রশ্নঃ। ॥ ৫৮ ॥

শার্ঙ্গরব। — মূর্চ্ছন্ত্যমী বিকারাঃ প্রায়েণৈশ্বর্য্য-মত্তেষু। ॥ ৫৯ ॥

রাজা।— বিশেষেণাধিক্ষিপ্তোঽস্মি। ॥ ৬০ ॥

গৌতমী। — জাদে, মুহুত্তঅং মা লজ্জস্স। অবণইস্সং দাব দে ওউণ্ঠণং, তদো তুমং ভত্তা অহিজাণিস্সই। (যথোক্তং করোতি)। ॥ ৬১ ॥

রাজা।— (শকুন্তলাং নির্বর্ণ্য আত্মগতম্)—

ইদমুপনতমেবং রূপমক্লিষ্ট-কান্তি প্রথম-পরিগৃহীতং স্যান্ন বেতি ব্যবস্যন্।
ভ্রমর ইব বিভাতে কুন্দমন্তস্তুষারং ন চ খলু পরিভোক্তুং নৈব শক্নোমি হাতুম্॥

(বিচারয়ন স্থিতঃ) ॥ ৬২ ॥

প্রতীহারী।—অহো ধম্মাবেক্খিতা ভট্টিণো। এরিসং ণাম সুহোবণদং রূবং দেক্খিঅ কো অণ্ণো বিচারেই। ॥ ৬৩ ॥

শার্ঙ্গরব।— ভো রাজন্। কিমিতি জোষমাস্যতে ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়।—প্রথম-পরিগৃহীতং স্যাৎ ন বা ইতি ব্যবস্যন্ (পর্য্যালোচয়ন্ অহং), এবং (অনেন প্রকারেণ, যদৃচ্ছয়া ইত্যর্থঃ) উপনতম্ ইদং অক্লিষ্ট-কান্তি (অম্লান-সৌন্দর্য্য) রূপং, বিভাতে (প্রাতঃ) ভ্রমরঃ অন্তস্তুষারং (হিমগর্ভং) কুন্দং (কুন্দ-কুসুমম্) ইব, ন চ পরিভোক্তুং ন এব হাতুং (পরিত্যক্তুং) শক্নোমি ॥ ৬২ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—জাতে। মুহূর্ত্তং মা লজ্জস্ব। অপনেষ্যামি তাবৎ তে অবগুণ্ঠনং ততঃ ত্বাং ভর্ত্তা অভিজ্ঞাস্যতি ॥ ৬১ ॥

অহো ধর্ম্মাবেক্ষিতা ভর্ত্তুঃ। ঈদৃশং নাম সুখোপনতং রূপং দৃষ্ট্বা কঃ অন্যঃ বিচারয়তি ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গার্থ।—শার্ঙ্গরব।—আত্মকৃত কার্য্যের অস্বীকার পূর্ব্বক এই প্রকার ধর্ম্মদ্রোহিতা কি আপনার ন্যায় রাজার কর্ত্তব্য? ॥ ৫৭ ॥

রাজা।—এইরূপ একটা অলীক প্রশ্নই ত উঠিতে পারে না ॥ ৫৮ ॥

শার্ঙ্গরব।—তা বটে! ঐশ্বর্য্যমদান্ধদের এই প্রকার প্রকৃতিবিপর্য্যয়ই ঘটিয়া থাকে ॥ ৫৯ ॥

রাজা।—আপনাদের এবংবিধ তীব্রবাক্যে আমি বড়ই আহত হচ্ছি ॥ ৬০ ॥

গৌতমী।—বাছা! নিমেষের জন্য লজ্জা পরিত্যাগ কর। আমি তোমার ঘোমটাটা খুলিয়া দেখাই, তা হ'লেই তোমার পতি তোমায় চিন্‌তে পারবেন।

(অবগুণ্ঠন উন্মোচন) ॥ ৬১ ॥

রাজা—(শকুন্তলাকে ভালো করিয়া দেখিয়া মনে মনে) আ মরি মরি! কি রূপ! এমন অম্লান সৌন্দর্য্য আপনিই আসিয়া উপস্থিত, অথচ আমি পূর্ব্বে ইহা আমার বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি কি না, এই আলোচনায় আকুল হইয়া ইহাকে উপভোগ করিতে পারিতেছি না, বা প্রত্যাখ্যান করিতেও মন সরিতেছে না। তুষারবর্ষিণী রজনীর অবসানে, হিমাচ্ছন্ন কুন্দকুসুমকে ভ্রমর যেমন না পারে ভোগ করিতে, না পারে ছাড়িয়া যাইতে, আজ এই গর্ভিণী মুনিকন্যার সম্বন্ধেও আমার ঠিক সেই দশা ঘটিয়াছে। (মনে মনে নানা বিচার করিতে লাগিলেন) ॥ ৬২ ॥

প্রতীহারী।—আহা! আমাদের কর্ত্তার কি ধর্ম্মভয়! বিনা আয়াসে আসিয়া উপস্থিত, এমন রূপ দেখিয়া আর কেহ হইলে কি আর বিচার-বিতর্ক করে ॥ ৬৩ ॥

শার্ঙ্গরব।—মহারাজ! চুপ করিয়া রইলেন যে? ॥ ৬৪ ॥

রাজা।— ভোস্তপোধনাঃ, চিন্তয়ন্নপি ন খলু স্বীকরণমত্রভবত্যাঃ স্মরামি। তৎ কথমিমাম্ অভিব্যক্ত-সত্ত্ব-লক্ষণাম্ প্রতি আত্মানং ক্ষেত্রিণম্ আশঙ্কমানঃ প্রতিপৎস্যে ॥ ৬৫ ॥

শকুন্তলা।—(অপবার্য্য) অজ্জউত্তস্স পরিণএ এব্ব সন্দেহো। কুদো দাণিং মে দূরারোহিণী আসা। ॥ ৬৬ ॥

শাঙ্গ´রব।— মা তাবৎ-- কৃতাভিমর্ষামনুমন্যমানঃ সুতাং ত্বয়া নাম মুনির্বিমান্যঃ।
মুষ্টং প্রতিগ্রাহয়তা স্বমর্থং পাত্রীকৃতো দস্যুরিবাসি যেন ॥ ৬৭ ॥

শারদ্বত।— শাঙ্গ´রব। বিরম ত্বমিদানীম্। শকুন্তলে। বক্তব্যমুক্তমস্মাভিঃ। সোঽয়মত্র ভবানেবমাহ। দীয়তামস্মৈ প্রত্যয়প্রতিবচনম্। ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়।—কৃতাভিমর্ষাং সুতাম্ অনুমান্যমানঃ মুনিঃ ত্বয়া মা তাবৎ বিমান্যঃ নাম, (ন কেনাপি কারণেন ত্বয়া অবমন্তব্যঃ)। মুষ্টম্ (অপহৃতং) স্বম্ অর্থং (শকুন্তলারূপং দুহিতৃধনং) প্রতিগ্রাহয়তা (প্রতিগৃহ্যতামিয়ম্ ইতি উপচ্ছন্দয়তা) যেন (মুনিনা) ত্বং দস্যুঃ ইব পাত্রীকৃতঃ (সম্প্রদানীয়তয়া কল্পিতঃ) ॥ ৬৭ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—আর্য্যপুত্রস্য পরিণয়ে এব সন্দেহঃ। কুতঃ ইদানীং মে দূরাধিরোহিণী আশা ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—তপোধনগণ! বহু চিন্তা করিয়াও এই রমণীর পরিণয়াদির কথা আমি মনে করিতে পারিতেছি না। এরূপ স্থলে, আপনারাই বলুন ত, কি করিয়া আমি গর্ভবতী কামিনীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করি? আপনাদের অবিদিত নহে যে, অন্য সহযোগে যাহার পত্নী গর্ভবতী হয়েন, তাদৃশী ললনার পতিকে ক্ষেত্রী কহে, আমি জানিয়া শুনিয়া কি প্রকারে অত বড় একটা কলঙ্কের ভার মাথায় লই? ॥ ৬৫ ॥

শকুন্তলা।—(অপবার্য্য) তাই ত! আর্য্যপুত্রের দেখছি, পরিণয়ে পর্য্যন্ত ঘোর সন্দেহ জন্মিয়াছে! রাজমহিষী হইয়া কত সুখ-সম্পদের উপভোগে কালাতিপাত করিব,—বলিয়া যে ধামাভরা আশা করিয়াছিলাম, তাহাতে দেখছি কুলো-ভরা ছাই পড়িল! ॥ ৬৬ ॥

শাঙ্গ´রব।—রাজন্! নানা প্রলোভনে বশীভূত করিয়া তুমি কণ্বের দুহিতাকে উপভোগ করিয়াছ, তবুও দয়াময় মহর্ষি কণ্ব তোমার সে কার্য্য অনুমোদন করিয়াছেন, এমন যে ক্ষমাশীল ঋষি, তাঁহাকে কোন কারণেই তুমি অপমানিত করিতে পার না। করা উচিত নয়। ভাবিয়া দেখ ত, যে মহর্ষির কন্যারূপ অনর্ঘ রত্ন তুমি অপহরণ করিয়াছিলে, সেই মহর্ষিই সেই হৃতসর্ব্বস্ব কন্যারত্নকে দস্যুরূপী তোমাকে অর্পণ করিতে প্রস্তুত, আর তুমি এইরূপ হীনোচিত ব্যবহার করিতেছ? ॥ ৬৭ ॥

শারদ্বত।—শাঙ্গ´রব, তুমি এখন বিরত হও। শকুন্তলে! যা বল্‌বার, আমরা বলিলাম। আর রাজাও এইরূপ বলিতেছেন। এখন ইঁহার বিশ্বাসের উপযুক্ত প্রত্যুত্তর দাও ॥ ৬৮ ॥

তাৎপর্য্য।—রাজা ও ঋষিদিগের মধ্যে পরস্পরের মঙ্গলাদি জিজ্ঞাসার পর, কণ্বশিষ্য, তপোবন হইতে বিদায়কালে, মহর্ষি কণ্বের সেই উপদেশ-সংবলিত সংবাদগুলি একে একে রাজাকে শুনাইলেন এবং পরিশেষে কহিলেন, "রাজন্! আপনার এই সহধর্ম্মিণী আসন্ন-সত্ত্বা, আপনি ইহাকে গ্রহণ করুন।"

ঋষিদিগের উপর রাজার অগাধ বিশ্বাস, অসীম ভক্তি। ঋষিদিগের মাহাত্ম্য তিনি বিশেষরূপে বিদিত আছেন। "স্পর্শানুকূল সূর্য্যকান্তের" ন্যায় ঋষিগণের তেজও যে অন্যকৃত অভিভবে দাহাত্মক হয়, ইহা তিনি বিলক্ষণরূপেই জানিতেন। ঋষিগণ স্ব স্ব কৃচ্ছ্র-সাধ্য তপস্যার ষষ্ঠাংশ যে রাজাকে দান করেন, এবং সেই ষষ্ঠাংশের ফল যে অক্ষয়, ইহাও তিনি জ্ঞাত ছিলেন। ঋষিগণের সত্যনিষ্ঠা, ন্যায়-পরায়ণতা, শমপ্রধান চরিত্র, ধর্ম্মভাব,—কিছুই তাঁহারা অবিদিত ছিলেন না, সুতরাং তাদৃশ ঋষিরা যে অযথাভাবে শকুন্তলাকে সাজাইয়া পাঠান নাই বা আনেনও নাই, বরং রাজার ভুল হইতে পারে, কিন্তু ঋষিরা যে ভ্রমপ্রমাদের অতীত, এ সকল কথা রাজা বুঝিয়াছিলেন, তবুও কিন্তু আত্মচরিত্রের উপর তাঁহার যে অটল বিশ্বাস ও অপরিমিত আস্থা, তৎপ্রণোদিত হইয়া, রাজা কিছুতেই শকুন্তলাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। আত্ম-সত্তার

শকুন্তলা।— (অপবার্য্য) ইমং অবথন্তরং গদে তাবিসে অণুরাএ কিং বা সুমবাবিএণ। অত্তা দাণিং মে সোঅনীও ত্তি ববসিঅং এদং। (প্রকাশম্) অজ্জউত্ত। (অর্দ্ধোক্তে) সংসইএ পরিণএ ণ এসো সমুদাআরো। পোরব, জুত্তং নাম দে তহ পুরা অস্সমপদে সহাবুত্তাণহিঅঅং ইমং জণং সমঅপুব্বং পআরিঅ এরিসেহিং অক্খরেহিং পচ্চাক্খাউং। ॥ ৬৯ ॥

রাজা।— শান্তং পাপম্।

ব্যপদেশমাবিলয়িতুং কিমীহসে জনমিমং চ পাতয়িতুম্।
কূলঙ্কষেব সিন্ধুঃ প্রসন্নমম্ভস্তটতরুঞ্চ ॥ ৭০ ॥

শকুন্তলা।— হোউ। জই পরমত্থদো পর-পরিগ্গহ-সঙ্কিণা তুএ এববং পউত্তং তা অহিণ্ণাণেণ তুহ আসঙ্কং অবণইস্সং। ॥ ৭১ ॥

রাজা।— উদারঃ কল্পঃ। ॥ ৭২ ॥

অন্বয়।—কূলঙ্কষা (কূলমুদ্রুজা) সিন্ধুঃ প্রসন্নং অম্ভঃ তটতরুং চ ইব (যথা পাতয়িতুম ঈহতে, তদ্বৎ) ব্যপদেশং (স্বকীয়পিতৃকুলং) আবিলয়িতুং (কলঙ্কিতং কর্ত্তুং) ইমং জনং চ (মাং চ) পাতয়িতুং কিং (কথং) ঈহসে ? ॥ ৭০ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ইদম্ অবস্থান্তরং গতে তাদৃশে অনুরাগে কিং বা স্মারিতেন। আত্মা ইদানীং মোচনীয় ইতি ব্যবসিতম্ এতৎ। আর্য্যপুত্র।—সংশয়িতে পরিণয়ে ন এষ সমুদাচারঃ। পৌরব! যুক্তং নাম তে তথা পুরা আশ্রমপদে স্বভাবোত্তান-হৃদয়ম্ ইমং জনং সময়পূর্ব্বং প্রতার্য্য ঈদৃশৈঃ অক্ষরৈঃ প্রত্যাখ্যাতুম্ ॥ ৬৯ ॥

ভবতু। যদি পরমার্থতঃ পরপরিগ্রহশঙ্কিনা ত্বয়া এবং প্রবৃত্তং তৎ অভিজ্ঞানেন তব আশঙ্কাম্ অপনেষ্যামি ॥ ৭১ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—(কতিপয়ের অগোচরে) সেই অত অনুরাগ, অত ভালোবাসারই যখন এই পরিণাম, তখন স্মরণ করাইয়া দেওয়ায় আর লাভ কি ? তবে, আমার আত্মাকে কলঙ্ক-মুক্ত করা প্রয়োজন বলিয়াই তু'একটি কথা বলিব। (প্রকাশ্যে) আর্য্যপুত্র। (এইটুকু বলিয়াই) যেখানে পরিণয়েই সংশয়, সেখানে এ সম্বোধন আর খাটে না। পৌরব! সেই নির্জ্জন তপোবনে কত প্রতিজ্ঞা, কত প্রলোভনের জাল পাতিয়া এই আজন্ম-সরলা হতভাগিনীকে প্রতারণা পূর্ব্বক, এখন এই সব উক্তি দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা আপনার ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠের পক্ষে যুক্তিযুক্তই বটে! ॥ ৬৯ ॥

রাজা।—ছিঃ! এমন আচরণ যেন কোন দিন না করি। ভদ্রে! তুমি এ সব আরম্ভ করিলে কি ? কূলভঙ্গকারিণী স্রোতস্বিনী যেমন তাহার জলকে পঙ্কিল করে এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে তটস্থিত তরুবরকেও পাতিত করিয়া থাকে, তুমিও দেখিতেছি তদ্রূপ, নিজের ব্যবহারের দ্বারা, তোমার পিতৃকুল কলঙ্কিত এবং আমাকেও অনন্ত কালিমায় নিপাতিত করিতেছ ॥ ৭০ ॥

শকুন্তলা।—ভালো! যদি সত্য সত্য আমাকে পরস্ত্রী শঙ্কা করিয়াই আপনি এইরূপ ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, তবে আমি স্মৃতিচিহ্নের দ্বারা আপনার সব আশঙ্কা দূর কচ্ছি ॥ ৭১ ॥

রাজা।—খুব ভাল কথা। কর ॥ ৭২ ॥

তাঁহার কি অসীম বিশ্বাস ও অপরিমিত নির্ভর ছিল, এই প্রত্যাখ্যান তাহারই জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। তিনি আর্য্য নৃপতি। সিংহাসন তাঁহার বিলাসের সামগ্রী নহে। সে সিংহাসনের নামান্তর "ধর্ম্মাসন," আর তিনি স্বয়ং ধর্ম্মের প্রতিমূর্ত্তি। ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য, তিনি ঋষিদিগের রোষানলে ভস্মীভূত হওয়াকেও তুচ্ছ মনে করেন। তাই তিনি বার বার কণ্বশিষ্য কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াও অতি বিনয়ের সহিত বলিয়াছিলেন, "আমার ত কিছুই মনে পড়ে না। আমি জানিয়া শুনিয়া কি করিয়া, বলুন, আমার আত্মাকে ক্ষেত্রিত্ব-দোষাপন্ন করিব ?" এই উক্তি অস্থিমাংসময় পার্থিব রা[illegible] [illegible]ম্ভব নহে,

শকুন্তলা।— (মুদ্রাস্থানং পরামৃশ্য) হদ্ধী হদ্ধী অঙ্গুলীঅঅসুণ্ণা মে অঙ্গুলী। (সবিষাদং গৌতমীমীক্ষতে)। ॥ ৭৩ ॥

গৌতমী।— ণূণং দে সক্কাবআরব্ভন্তরে সচীতিত্থ-সলিলং বন্দমাণাএ পব্ভট্ঠং অঙ্গুলীঅঅং। ॥ ৭৪ ॥

রাজা।— (সস্মিতম্) ইদং তৎ প্রত্যুৎপন্নমতিত্বং স্ত্রৈণমিতি যদুচ্যতে ॥ ৭৫ ॥

শকুন্তলা।— এত্থ দাব বিহিণা দংসিঅং পহুত্তণং। অবরং দে কহিস্সং। ॥ ৭৬ ॥

রাজা।— শ্রোতব্যমিদানীং সংবৃত্তম্। ॥ ৭৭ ॥

শকুন্তলা।— ণং একস্সিং দিঅহে ণোমালিআমণ্ডবে ণলিণীপত্তভাঅণগঅং উদঅং তুহ হত্থে সন্নিহিতং আসি। ॥ ৭৮ ॥

রাজা।— শৃণুমস্তাবৎ। ॥ ৭৯ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—হা ধিক্ হা ধিক্, অঙ্গুরীয়ক-শূন্যা মে অঙ্গুলী ॥ ৭৩ ॥

নূনং তে শক্রাবতারাভ্যন্তরে শচীতীর্থ-সলিলং বন্দমানায়াঃ প্রভ্রষ্টম্ অঙ্গুরীয়কম্ ॥ ৭৪ ॥

অত্র তাবৎ বিধিনা দর্শিতং প্রভুত্বম্। অপরং তে কথয়িষ্যামি ॥ ৭৬ ॥

ননু একস্মিন্ দিবসে নব-মালিকামণ্ডপে নলিনী-পত্র-ভাজন-গতম্ উদকং তব হস্তে সন্নিহিতম্ আসীৎ ॥ ৭৮ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—(অঙ্গুরীয়স্থানে হাত দিয়া) কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! আমার আঙ্গুলের আংটি কি হ'লো? (সবিষাদে গৌতমীর দিকে চাহিলেন) ॥ ৭৩ ॥

গৌতমী।—নিশ্চয়ই, শক্রাবতার নামক স্থানের শচীতীর্থ-নামধেয় জলাশয়ের জলে যখন তুমি বন্দনা করিতেছিলে, তখন আংটিটি আঙ্গুল হইতে খসিয়া পড়িয়াছে ॥ ৭৪ ॥

রাজা।—বাঃ! খুব সমাধান বটে! ইহাকেই বলে স্ত্রীলোকের সেই প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ইহা ঐ জাতিরই একচেটে ॥ ৭৫ ॥

শকুন্তলা।—কি আর বলবো? বিধাতাই আপনাকে বল্‌বার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন, বলুন। আচ্ছা, আর একটা নিদর্শন আপনাকে বল্‌ছি, শুনুন্ ॥ ৭৬ ॥

রাজা।—এখন শুন্‌বার পালা পড়িয়াছে, যত পারো বল, শুনিয়া যাই ॥ ৭৭ ॥

শকুন্তলা।—মনে পড়ে?—এক দিন নব-মালিকামণ্ডপের মধ্যে পদ্মপত্রে বিরচিত পাত্রে জল লইয়া তুমি হাতে তুলিয়া ধরিয়াছিলে ॥ ৭৮ ॥

রাজা।—বল, শুনে যাই ॥ ৭৯ ॥

ইহা সেই অপার্থিব আর্য্যধর্ম্মের প্রতিনিধির উক্তি, শকুন্তলা যখন অবগুণ্ঠন উন্মোচন পূর্ব্বক, রাজাকে কত পুরাতন কথা, পুরাতন ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিল, তখন রাজা স্বীয় অকলঙ্ক কুলের সর্ব্বনাশ ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া, কাতরকণ্ঠে বলিয়াছিলেন,—"ভদ্রে! তুমি কূলঙ্কষা তটিনীর মত কেন আমার কুল ও আমাকে নিরয়ে পাতিত করিতে চেষ্টা করিতেছ? কেন তোমার এ প্রয়াস?" ঋষিগণ যখন রোষকম্পিত কণ্ঠে কহিলেন যে, "হে সত্যবাদিন্, এই যে আজ শকুন্তলাকে বঞ্চনা করিলে, ইহার ফলে তোমাকে 'বিনিপাতে' যাইতে হইবে," তখন সত্যের সুদৃঢ় বর্ম্মে আবৃতবক্ষ নৃপতি উদাত্তস্বরে জবাব দিলেন, "পৌরবদিগের বিনিপাত অসম্ভব, এরূপ উক্তি একান্ত অশ্রদ্ধেয়।" তাঁহার হৃদয় যে কত দৃঢ়, কত সহিষ্ণু এবং কত ধীর, এই উক্তি তাহারই—পরিচায়িকা।"

এক দিন সেই মালিনী-তীরের তপোবনে বৃক্ষবাটিকাগত, পাদপান্তরিত মুগ্ধমূর্ত্তি দুষ্মন্তকে দর্শকবৃন্দ দেখিয়াছেন, আর আজ আবার এই প্রশান্তমূর্ত্তি প্রশান্ত-বারিধিবৎ অকম্পিত-হৃদয় ধীর দুষ্মন্তকে দেখিলেন। তাঁহারা একবার তাঁহার মোহময়ী অবস্থা দেখিয়াছেন, এইক্ষণে আবার তাঁহার জ্ঞানময়ী মূর্ত্তি দেখিলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে, যখন মোহ, তখন যেমন তাহা জগতে অতুল, তেমনি আবার যখন জ্ঞান, তখন তাহাও জগতে অতুল। একই আধারে মোহ এবং জ্ঞানের এই অতুলত্ব দর্শনে তাঁহারা অবাক্ হইলেন। তাঁহারা বুঝিলেন যে, যিনি মহান্, তাঁহার সকলই মহৎ, সকলই বিচিত্র। সম্পদ্, বিপদ্—তাঁহার সবই অদ্ভুত।

যখন ঋষিগণ রোরুদ্যমানা শকুন্তলাকে রাজার সমীপে নিক্ষিপ্ত করিয়া, জোর করিয়া রাখিয়া চলিয়া গেলেন, তখন সত্য

শকুন্তলা।— তক্খণং সো মে পুত্তকিঅও দীহাপঙ্গো ণাম মঅপোদও উবঠ্ঠিও, তুএ অঅং দাব পঢমং পিঅউ ত্তি অণুঅম্পিণা উবচ্ছন্দিও উঅএণ। ণ উণ দে অপরিচআদো হত্থব্ভাসং উবগও। পচ্ছা তস্সিং এব্ব মএ গহিএ সলিলে ণেণ কিদো পণও। তদা তুমং ইত্থং পহসিও সি সব্বো সগন্ধেসু বিস্সসই, দুবে বি এত্থ আরণ্ণআ ত্তি। ॥ ৮০ ॥

রাজা।— এবমাদিভিরাত্মকার্য্য-নির্ব্বর্ত্তিনীনামনৃতময়বাঙ্মধুভিরাকৃষ্যন্তে বিষয়িণঃ। ॥ ৮১ ॥

গৌতমী।— মহাভাঅ। ণ অরিহসি এব্বং মন্তিউং। তবোবণসংবড্ঢিও অণভিণ্ণো অঅং জণে কইতবস্স। ॥ ৮২ ॥

রাজা।— তাপস-বৃদ্ধে।

স্ত্রীণামশিক্ষিতপটুত্বমমানুষীষু সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ।
প্রাগন্তরিক্ষ-গমনাৎ স্বমপত্য-জাতম্ অন্যৈর্দ্বিজৈঃ পরভৃতাঃ খলু পোষয়ন্তি ॥ ৮৩ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—তৎক্ষণং স মে পুত্র-কৃতকঃ দীর্ঘাপাঙ্গঃ নাম মৃগপোতঃ উপস্থিতঃ। ত্বয়া—অয়ং তাবৎ প্রথমং পিবতু—ইতি অনুকম্পিনা উপচ্ছন্দিতঃ উদকেন। ন পুনঃ তে অপরিচয়াৎ হস্তাভ্যাসম্ উপগতঃ। পশ্চাৎ তস্মিন্ এব ময়া গৃহীতে সলিলে অনেন কৃতঃ প্রণয়ঃ। তদা ত্বম্ ইত্থং প্রহসিতঃ অসি,—সর্ব্বঃ সগন্ধেষু বিশ্বসিতি,—দ্বৌ অপি অত্র আরণ্যকৌ—ইতি ॥ ৮০ ॥

মহাভাগ। ন অর্হসি এবং মন্ত্রয়িতুম্। তপোবন-সংবর্দ্ধিতঃ অনভিজ্ঞঃ অয়ং জনঃ কৈতবস্য ॥ ৮২ ॥

অন্বয়।—অয়ি তাপস-বৃদ্ধে। অমানুষীষু (মানুষীতরাসু তির্য্যগ্‌জাতিষু অপি) স্ত্রীণাম্ অশিক্ষিতপটুত্ব (স্বভাবসিদ্ধং চাতুর্য্যং) সংদৃশ্যতে, কিমুত যাঃ প্রতিবোধবত্যঃ (বুদ্ধিবৃত্তি-শালিন্যঃ নার্য্যঃ, মানুষীণাম্ স্বভাবসিদ্ধে চতুরত্বে কিমু বক্তব্যম্ ইতি ভাবঃ) (তথাহি) পরভৃতাঃ (কোকিলাঃ) অন্তরিক্ষ-গমনাৎ প্রাক্ স্বং (স্বকীয়ম্) অপত্যজাতম্ অন্যৈঃ দ্বিজৈঃ (পক্ষিভিঃ, কাকাদিভিরিত্যর্থঃ) পোষয়ন্তি খলু ॥ ৮৩ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—ঠিক সেই সময়ে দীর্ঘাপাঙ্গ নামক এক মৃগশিশু,—তাহাকে আমি পুত্রের মত দেখিতাম,—এসে উপস্থিত হ'লো। তখন,—এই শিশুই অগ্রে পান করুক—বলিয়া কত আদরে তুমি তাহাকে জল পান করাইতে গেলে। কিন্তু তোমাকে সে চিনিত না,—তাই তোমার হাতের ত্রিসীমায়ও যখন গেল না, তখন আমি গিয়ে যেমন ঐ জলপূর্ণ পাত্রটি ধর্‌লুম্, অমনি মৃগশিশু এসে জলটুকু খেয়ে নিলে। তাই দেখে তখন তুমি ঠাট্টা ক'রে বল্লে, সকলেই আপনার জনকে বিশ্বাস করে, তোমরা দুই জনেই বনবাসী কি না, তাই তোমার সাথে অত ভাব ॥ ৮০ ॥

রাজা।—তা বটে। স্ব-কার্য্য সাধনোদ্যত রমণীরা এই প্রকার মধুমাখা বাগ্‌জালের দ্বারাই বিষয়-বিমূঢ় লোকদিগকে নিজের মতলবমত টানিয়া লইয়া বেড়ায় ॥ ৮১ ॥

গৌতমী।—মহাভাগ। এরূপ কথা বলা আপনার ঠিক হচ্ছে না। এই শকুন্তলা তপোবনেই মানুষ হইয়াছে, সুতরাং সংসারের ছল-চাতুরীর লেশও এ জানে না। শিখে নাই ॥ ৮২ ॥

রাজা।—ওগো তপস্বিনী ঠাক্‌রোণ। স্ত্রীলোকের আর শেখার দরকার হয় না। যাদের কোন জ্ঞান নাই, সেই পশুপক্ষীদের স্ত্রীরাও না শিখেই ঢের চতুরতার পরিচয় দিয়া থাকে, আর যাদের—নাড়ীজ্ঞান টন্‌টনে, সেই নারী-জাতির সম্বন্ধে আর কথা কি? তুমি দেখ নাই কি যে, আকাশে উড়্‌তে শিখ্‌বার পূর্ব্বেই, নিজের কচি কচি ছানাগুলিকে, কোকিলারা কেমন অপর পাখীর বাসায় রেখে মানুষ করে। ও সব শেখা-না-শেখার কথা আর তুলো না বাছা ॥ ৮৩ ॥

সত্যই রাজা মহা বিপদে পড়িলেন। অশরণা অবলার অপরাধ কি? সে অবলাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে তিনি প্রাণান্তেও প্রস্তুত নহেন সত্য, কিন্তু তাহাকে তাড়াইয়া দিবার মত আসুর বলে ত তাঁহার হৃদয় বলীয়ান্ নহে, তাই সেই

করিয়া, বলুন, আমার আত্মাকে ক্ষেত্রত্ব-দোষাপন্ন করিব?

শকুন্তলা।— (স-রোষম্) অণজ্জ অত্তণো হিঅআণুমাণেণ পেক্‌খসি। কো দাণিং অণ্ণো ধম্ম-কঞ্চুঅপ্পবেসিণো তিণচ্ছণ্ণকূবোবমস্‌স তব অণুকিইং পড়িবজ্জিস্‌সই। ॥ ৮৪ ॥

রাজা।— (আত্মগতম্) সন্দিগ্ধ-বুদ্ধিং মাং কুর্ব্বন্ অকৈতব ইব অস্যাঃ কোপো লক্ষ্যতে। তথাহি অনয়া—

মধ্যেব বিস্মরণ-দারুণ-চিত্ত-বৃত্তৌ বৃত্তং রহঃ প্রণয়মপ্রতিপদ্যমানে।
ভেদাদ্ ভ্রুবোঃ কুটিলয়োরতিলোহিতাক্ষ্যা ভগ্নং শরাসনমিবাতিরুষা স্মরস্য ॥ ৮৫ ॥

পুরোহিতঃ।— ভদ্রে! প্রথিতং দুষ্যন্তস্য চরিতং, তথাপীদং ন লক্ষয়ে ॥ ৮৬ ॥

শকুন্তলা।— সুট্ঠু দাব, অত্ত সচ্ছন্দচারিণী কিঅ ম্হি, জা অহং ইমস্‌স পুরুবংসপ্পচ্চয়েণ মুহমহুণো হিঅঅট্ঠিঅবিসস্‌স হত্থব্ভাসং উপগআ। (পটান্তেন মুখমাবৃত্য রোদিতি। ॥ ৮৭ ॥

অন্বয়।—বিস্মরণ-দারুণ-চিত্তবৃত্তৌ, রহঃ বৃত্তং প্রণয়ম্ অপ্রতিপদ্যমানে (অস্বীকুর্ব্বতি) ময়ি (বিষয়ে) অতিরুষা অতিলোহিতাক্ষ্যা (আরক্তনয়নয়া) (অনয়া) কুটিলয়োঃ ভ্রুবোঃ ভেদাৎ (ভঙ্গাৎ) স্মরস্য শরাসনং ভগ্নম্ ইব ॥ ৮৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—শকুন্তলা।—অনার্য্য! আত্মনঃ হৃদয়ানুমানেন প্রেক্ষসে? কঃ ইদানীম্ অন্যঃ ধর্ম্মকঞ্চুক-প্রবেশিনঃ তৃণচ্ছন্ন-কূপোপমস্য তব অনুকৃতিং প্রতি-পৎস্যতে? ॥ ৮৪ ॥

সুষ্ঠু তাবৎ। অত্র স্বচ্ছন্দচারিণী কৃতা অস্মি যা অহম্ অস্য পুরুবংশপ্রত্যয়েন মুখমধোঃ হৃদয়স্থিতবিষস্য হস্তাভ্যাসম্ উপগতা ॥ ৮৭ ॥

বঙ্গার্থ।—শকুন্তলা।—(সক্রোধে) অনার্য্য! তুমি নিজের হৃদয়ের ওজনে জগৎ ওজন কর্ত্তে চাও। এমন আর কে আছে যে,—তোমার মত বাহিরে ধর্ম্মের আবরণে গা ঢেকে, তৃণাবৃতমুখ কূপের ন্যায় হ'তে পারে? ওরূপ ব্যবহার এক তোমাতেই সম্ভবে ॥ ৮৪ ॥

রাজা।—(মনে মনে) এই ললনার যেরূপ অকৃত্রিম ক্রোধ দেখ্‌ছি, তাহাতে আমার বুদ্ধিশুদ্ধি— স—ব গুলিয়ে যাচ্ছে, বিষম সন্দেহ হচ্ছে যে,—আমি ঠিক, না, ও-ই ঠিক। কেন না—সেই অতি নির্জ্জনে আমাদের উভয়ের যে প্রণয় হইয়াছিল,—আজ সে সমস্তই আমি ভুলিয়া গিয়াছি, সে প্রণয়ের কোন কথাই আমি স্বীকার করিতেছি না—বলিয়া আমি যে নৃশংস-হৃদয়তার পরিচয় দিচ্ছি, তজ্জন্য এই শকুন্তলার এতই ক্রোধ জন্মিয়াছে, এবং রোষারুণনয়নে এমনই ভ্রূকুটী করিতেছে যে, মনে হইতেছে যেন, যে কন্দর্পের ফুল-ধনুকের অত্যাচারে এই বিপদ্, সেই ধনুই ঐ ভ্রূভঙ্গের ছলে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে ॥ ৮৫ ॥

পুরোহিত।—ভদ্রে! দুষ্যন্তের চরিত্র বিশ্ববিশ্রুত, গোপনে কোন কাজ করিবার পাত্র তিনি নন্ ॥ ৮৬ ॥

শকুন্তলা।—ভালো! তুমি আমায় স্বেচ্ছাচারিণী প্রমাণ করিলে? পুরুবংশীয়গণ অতি উদারপ্রকৃতিক এবং সরল-হৃদয় ভাবিয়া, মধুপূর্ণমুখ এবং বিষপূর্ণ-হৃদয় তোমাকে যেমন আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম, আজ তেমনই হাতে হাতে ফল পাইলাম। (আঁচলের দ্বারা মুখ ঢাকিয়া রোদন) ॥ ৮৭ ॥

কাতর-নয়নার নয়ন-জলে, তাঁহার দয়ার্দ্র-হৃদয় চঞ্চল হইল। তাঁহার হৃদয়বৃত্তি 'পর'-পরিগ্রহ-সংশ্লেষ-পরাঙ্মুখী সত্য, তবুও কিন্তু সে হৃদয় গলিল। তিনি অনন্যোপায় হইয়া, কাতরহৃদয়ে ও যুক্তকরে, পুরোবর্ত্তী পুরোহিতের শরণাপন্ন হইলেন। "আপনিই উপদেশ দিন, এখন কি কর্ত্তব্য" বলিয়া কুলপুরোহিতের চরণতলে লুটাইয়া পড়িলেন। হায় ব্রাহ্মণ! এক দিন ভারতসম্রাটও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তোমার নিকটে কর্ত্তব্যের উপদেশ ভিক্ষা করিতেন, দীনহীন হইয়াও তোমার এত ক্ষমতা, এত আধিপত্য ছিল। আর কর্ম্মদোষে আজ তুমি কোথায় গিয়া ধসিয়া পড়িয়াছ!

শাঙ্গ´রব।— ইত্থমাত্মকৃতং চাপলং দহতি—

অতঃ পরীক্ষ্য কর্ত্তব্যং বিশেষাৎ সঙ্গতং রহঃ।
অজ্ঞাতহৃদয়েষ্বেবং বৈরীভবতি সৌহৃদম্ ॥ ৮৮ ॥

রাজা।— অয়ি ভোঃ। কিমত্রভবতীপ্রত্যয়াদেব অস্মান্ সংযুক্তদোষাক্ষরৈঃ ক্ষিণুথ ॥ ৮৯ ॥

শাঙ্গ´রব।— (সাসূয়ম্)

আ জন্মনঃ শাঠ্যমশিক্ষিতো যঃ
তস্যাপ্রমাণং বচনং জনস্য।
পরাতিসন্ধানমধীয়তে যৈঃ
বিদ্যেতি তে সন্তু কিলাপ্তবাচঃ ॥ ॥ ৯০ ॥

রাজা।— ভোঃ সত্যবাদিন্। অভ্যুপগতং তাবদস্মাভিরেবম্। কিং পুনরিমামতিসন্ধায় লভ্যতে। ॥ ৯১ ॥

শাঙ্গ´রব।— বিনিপাতঃ ॥ ৯২ ॥

রাজা।— বিনিপাতঃ পৌরবৈঃ প্রার্থ্যতে—ইতি ন শ্রদ্ধেয়ম্ এতৎ। ॥ ৯৩ ॥

অন্বয়।—অতঃ রহঃ সঙ্গতং বিশেষাৎ পরীক্ষ্য কর্ত্তব্যম্। অজ্ঞাত-হৃদয়েষু (জনেষু বিষয়ে) সৌহৃদং (মৈত্রী) এবং বৈরীভবতি (বিদ্বেষে পরিণমতি) ॥ ৮৮ ॥

যঃ আ-জন্মনঃ শাঠ্যম্ অশিক্ষিতঃ, তস্য জনস্য বচনং অপ্রমাণম্, (কিন্তু) পরাতি-সন্ধানং—বিদ্যা ইতি যৈঃ অধীয়তে, তে কিল আপ্তবাচঃ (সত্যবাদিনঃ) সন্তু ॥ ৯০ ॥

বঙ্গার্থ।—শাঙ্গ´রব।—পূর্ব্বাপশ্চাৎ না ভাবিয়া কাজ করিলে এইরূপেই শেষে পুড়িতে হয়। এই নিমিত্ত, সকল কর্ম্মই, বিশেষতঃ যাহা নির্জ্জনে করা যায়, সবিশেষ পরীক্ষা না করিয়া করা কর্ত্তব্য নহে। পরস্পরের মন না জানিয়া বন্ধুতা করিলে, সেই বন্ধুতা পরিশেষে এইরূপ শত্রুতাতেই পর্য্যবসিত হয় ॥ ৮৮ ॥

রাজা।—মহাশয়! কেবল এই ললনার কথায় বিশ্বাস করিয়া, কেন আপনি উৎকট দোষারোপপূর্ব্বক আমার চরিত্র কলঙ্কিত করিতেছেন? ॥ ৮৯ ॥

শাঙ্গ´রব।—(সক্রোধে) বটে। যে জীবনে কখনো শঠতা কাহাকে বলে জানে না, শেখে নাই, তাহার কথা হইল বিশ্বাসের অযোগ্য, আর কি করিয়া পরকে প্রতারিত করিতে হইবে, এই কৌশল নীতিবিদ্যা বলিয়া যাহারা শিক্ষা করে, তাহারা হইল সত্যবাদী? না? ॥ ৯০ ॥

রাজা।—বলি ও সত্যবাদিন্ মহাশয়! আচ্ছা, স্বীকার করিয়া লইলাম যে, আমরা পরপ্রতারণা শিক্ষা করি, কিন্তু বলুন্ ত, এই কামিনীকে প্রতারণা করিয়া আমার কি লাভ? ॥ ৯১ ॥

শাঙ্গ´রব।—লাভটা বুঝ্তে পার্লেন না,—উৎসন্ন যাবেন, সমূলে নির্ম্মূল হবেন,—এই লাভ ॥ ৯২ ॥

রাজা।—পুরুবংশীয়েরা উৎসন্ন হইবে,—বা উৎসন্ন হইতে চায়,—এ কথাটা বড়ই অশ্রদ্ধেয়। অর্থাৎ আপনি বলিতে পারেন, কিন্তু কেহই বিশ্বাস কর্‌বে না ॥ ৯৩ ॥

কবি, পুরোহিতের নিকটে ভারতেশ্বরকে কর্ত্তব্যজিজ্ঞাসু করিয়া, রাজচরিত্রের আর একটি সম্পন্ন কক্ষের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন।

অবসর পাইলেই, কবি, স্বীয় নায়ক-নায়িকার, অথবা শুধু নায়ক-নায়িকা কেন, বর্ণনীয় পাত্রাবলীর চরিত্রের গুরু-লাঘব, দোষ-গুণ, নিরপেক্ষভাবে চিত্রিত করিয়াছেন। ঋষিরা কহিলেন, ভগবান্ কণ্ব এই কথা বলিয়াছেন, রাজা প্রত্যুত্তরে জিজ্ঞাসিলেন, কি আদেশ করিয়াছেন? (৪৭—৪৮)। সংসারবিরাগী ঋষি-শ্রেষ্ঠ কণ্বের সামান্য কথাও সংসার-জালবদ্ধ তাঁহার পক্ষে আদেশতুল্য।

শারদ্বত।— শার্ঙ্গরব! কিমুত্তরেণ? অনুষ্ঠিতো গুরোঃ সন্দেশঃ প্রতিনিবর্ত্তামহে বয়ম্
(রাজানং প্রতি)

তদেষা ভবতঃ কান্তা ত্যজ বৈনাং গৃহাণ বা।
উপপন্না হি দারেষু প্রভুতা বিশ্বতোমুখী ॥

গৌতমি! গচ্ছাগ্রতঃ। [প্রস্থিতা। ॥ ৯৪ ॥

শকুন্তলা।— কহং ইমিনা কিদবেণ বিপ্পলদ্ধ ম্হি তুম্হে বি ম পরিচ্চঅহ। (অনুপ্রতিষ্ঠতে) ॥ ৯৫ ॥

গৌতমী।— (স্থিত্বা) বচ্ছ সঙ্গরব, অনুগচ্ছই ইঅং কৃখু ণো করুণপরিদেইণী সউন্তলা।
পচ্চাদেসপরুসে ভত্তুণি কিং বা মে পুত্তিআ করউ। ॥ ৯৬ ॥

শার্ঙ্গরব।— (সরোষং সন্নিবৃত্য) কিং পুরোভাগে! স্বাতন্ত্র্যম্ অবলম্বসে? ॥ ৯৭ ॥

শকুন্তলা।— (ভীতা বেপতে)। ॥ ৯৮ ॥

অন্বয়।—তৎ (তস্মাৎ) এষা (শকুন্তলা) ভবতঃ কান্তা, এনাং ত্যজ বা গৃহাণ, (যাদৃক্ তে রোচতে)। হি (যতঃ) দারেষু (পত্নীষুবিষয়ে) বিশ্বতোমুখী (সর্ব্বতোমুখী) প্রভুতা (পত্যুঃ কর্ত্তৃতা) উপপন্না (অবিরুদ্ধা পত্নীবিষয়ে পত্যুঃ যাদৃচ্ছিকং প্রভুত্বম্ অস্তি) ॥ ৯৪ ॥

বঙ্গার্থ।—শারদ্বত।—শার্ঙ্গরব! উত্তর-প্রত্যুত্তরে আর প্রয়োজন কি? গুরুদেবের আদেশ আমরা পালন করিয়াছি। শকুন্তলাকে আনিয়া পৌছাইয়া দিয়াছি। চল, এখন ফিরিয়া যাই। (রাজার দিকে ফিরিয়া) শোন মহারাজ! এই তোমার পত্নী, চাই রাখ, চাই তাড়াইয়া দাও,—যাহা ইচ্ছা কর। কেননা, পত্নীর উপর পতির অসীম কর্ত্তৃত্ব আছে।—এখন সেই কর্ত্তৃত্ব সার্থক কর। গৌতমি, চল, আগে চল। (সকলের প্রস্থান) ॥ ৯৪ ॥

শকুন্তলা।—একেই ত এই কপট কর্ত্তৃক আমি প্রতারিত হইয়াছি। আবার তোমরাও আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলে? (অনুগমন) ॥ ৯৫ ॥

গৌতমী।—(দাঁড়াইয়া) বৎস শার্ঙ্গরব! আহা! কি করুণ বিলাপ করিতে করিতে শকুন্তলা আমাদের অনুগমন করিতেছে। যে পতি তাড়াইয়া দিল, সেই নির্ম্মম পাষাণের নিকট থেকে বাছা আমার কি-ই বা কর্‌বে? ৯৬ ॥

শার্ঙ্গরব।—(ক্রোধের সহিত ফিরিয়া দাঁড়াইয়া) একবার অন্যায় কার্য্যে তোমার শিক্ষা হয় নি! আবার স্বাধীনতা? ৯৭ ॥

শকুন্তলা।—(ভয়ে থর্ থর্ কাঁপিতে লাগিল) ॥ ৯৮ ॥

রাজার সহিত ঋষি-শিষ্যদের বার্ত্তালাপ, তর্কবিতর্ক, কটুত্বতিক্ত উক্তি-প্রত্যুক্তির চরম হইয়া গিয়াছে। স্বাধীনবৃত্তি শার্ঙ্গরব প্রত্যাখানপর রাজার ব্যবহারে একান্ত বিরক্ত হইয়া শৃঙ্গধ্বনির ন্যায় জলদগম্ভীর স্বরে যথার্থই বলিয়াছেন যে, বন্ধুতা, বিশেষতঃ পরিণয়, ইহ-পরলোকের অচ্ছেদ্য বন্ধন, কদাচ গোপনে করণীয় নহে। পরিণয় যে কেবল দম্পতিরই সুখের কারণ, তাহা নহে; সমাজেরও অশেষ সুখ, অশেষ মঙ্গল ও স্বাস্থ্য ,ব্যক্তিগত দাম্পত্য-সুখের উপর নিহিত এবং দাম্পত্য-মঙ্গলের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। পরিণয় মানবজীবনের একটি প্রধান সংস্কার, সমাজের অশেষ হিতজনক কার্য্য। যাহা সমাজের হিতজনক, যাহার মঙ্গলামঙ্গলের ফলভোগ শেষে সমাজকেই করিতে হইবে, তাহা, তুমি একাকী, নির্জ্জনে, অপ্রবুদ্ধভাবে করিবার কে? তুমি ভুলিও না যে, তুমি স্বতন্ত্র হইয়াও সমাজ হইতে সম্পূর্ণরূপে অস্বতন্ত্র। তুমি সমাজেরই অন্যতম অঙ্গ। অপরিহার্য্য ব্যষ্টি তুমি কদাচ সমষ্টি হইতে দূরে যাইও না, যাইতে চেষ্টা করিও না, উহার ফল বিষময়, ঐ বিষময় ফলে শুধু তুমি নহ, সমাজ-দেহও জর্জ্জরিত ও পুতিগন্ধময় হইবে। সুতরাং যাহাতে সমাজের অঙ্গহানি বা অঙ্গগ্লানি ঘটিবার সম্ভাবনা, এরূপ কার্য্য তোমার কদাচ কর্ত্তব্য নহে, তুমি করিতে পারো না। লোকতঃ ধর্ম্মতঃ তোমার করা উচিত নহে। তোমার নিজের মঙ্গলামঙ্গল তুমি স্বয়ং যতটা বুঝিবে, তোমার উপর যাঁহারা স্নেহশীল, তোমার সুখে যাঁহাদের সুখ, তোমার দুঃখে যাঁহাদের দুঃখ, তাঁহারা তদপেক্ষা অনেক অধিক বুঝিতে পারেন। সুতরাং তুমি

শার্ঙ্গরব।— শকুন্তলে। শৃণোতু ভবতী—

যদি যথা বদতি ক্ষিতিপস্তথা ত্বমসি—কিং পিতুরুৎকুলয়া ত্বয়া।
অথ তু বেৎসি শুচিব্রতমাত্মনঃ পতিগৃহে তব দাস্যমপি ক্ষমম্ ॥

তিষ্ঠ। সাধয়ামো বয়ম্। ‖ ৯৯ ‖

রাজা।— ভোঃ তপস্বিন্। কিমত্রভবতীং বিপ্রলভসে।—

কুমুদান্যেব শশাঙ্কঃ সবিতা বোধয়তি পঙ্কজান্যেব।
বশিনাং হি পর-পরিগ্রহ-সংশ্লেষ-পরাঙ্মুখী বৃত্তিঃ।। ‖ ১০০ ‖

শার্ঙ্গরব।— যদা তু পূর্ববৃত্তমন্য-সঙ্গাদ্ বিস্মৃতো ভবান্ তদা কথমধর্মভীরুঃ। ‖ ১০১ ‖

রাজা।— ভবন্তমেবাত্র গুরুলাঘবং পৃচ্ছামি—

মূঢ়ঃ স্যামহমেষা বা বদেন মিথ্যেতি সংশয়ে।
দারত্যাগী ভবাম্যাহো পরস্ত্রীস্পর্শ-পাংশুলঃ। ‖ ১০২ ‖

পুরোহিত।—(বিচার্য্য) যদি তাবদেবং ক্রিয়তাম্। ‖ ১০৩ ‖

রাজা।— অনুশাস্তু মাং ভবান্। ‖ ১০৪ ‖

অন্বয়।—ক্ষিতিপঃ যথা বদতি, যদি ত্বং তথা অসি (তর্হি), উৎকুলয়া (কুল-ত্যাগিন্যা, কুল-নাশিন্যা ইত্যর্থঃ) ত্বয়া পিতুঃ কিম্? (ন কিম্ অপি প্রয়োজনম্)। অথ তু (প্রত্যুত) যদি আত্মনঃ শুচিব্রতং জানাসি, (তর্হি) পতিগৃহে দাস্যম্ অপি তব ক্ষমম্ ॥ ৯৯ ॥

শশাঙ্কঃ কুমুদানি এব বোধয়তি, সবিতা পঙ্কজানি এব (বোধয়তি), বশিনাং (জিতেন্দ্রিয়াণাং) বৃত্তিঃ পর-পরিগ্রহ-সংশ্লেষ-পরাঙ্মুখী (পর-কলত্র-স্পর্শবিমুখী ভবতি) ॥ ১০০ ॥

অহং মূঢ়ঃ স্যাম্ এষা বা মিথ্যা বদেৎ—ইতি সংশয়ে অহং দারত্যাগী ভবামি আহো (উতবা) পরস্ত্রীস্পর্শপাংশুলঃ ভবামি ॥ ১০২ ॥

বঙ্গার্থ। শার্ঙ্গরব।—শকুন্তলে। শোন তুমি,—রাজা যে কথা বলছেন, সত্যই যদি তুমি তাদৃশী ব্যভিচারিণী হও, তবে তোমার ন্যায় কুল-কলঙ্কিনী কন্যার দ্বারা তোমার পিতার কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? আর যদি সত্য সত্যই তুমি জানো যে, তোমার দেহে কোনরূপ পাপ-স্পর্শ হয় নাই, তুমি রাজার যথার্থই ধর্ম্মপত্নী, তবে পতির গৃহে থাকিয়া দাসীপনা করাও তোমার পক্ষে শ্লাঘাজনক। সুতরাং থাকো এখানে। আমরা চল্লুম ॥৯৯

রাজা।—তপস্বিন্! বৃথা এই ললনাকে বঞ্চনা করিতেছেন কেন? আপনারা ত জানেন যে,—কুমুদনাথ চন্দ্র একমাত্র কুমুদিনীকেই বিকসিত করিয়া থাকেন এবং সবিতৃদেবও কেবল কমলিনীকেই বিকসিত করেন, এইপ্রকার, যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, তাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কদাচ পরস্ত্রী-স্পর্শ-দোষে দূষিত হয় না ॥ ১০০ ॥

শার্ঙ্গরব।—আচ্ছা মহারাজ! অন্য কামিনীর সংসর্গে আপনি যখন পূর্ব্ববৃত্ত সমস্ত ঘটনাই বিস্মৃত হইয়াছেন, তখন আবার একটা অধর্ম্মের ভয় হইতেছে কেন? ১০১ ॥

রাজা।—আচ্ছা গুরুদেব! আপনাকেই ইহার ভালো-মন্দ জিজ্ঞাসা করিতেছি,—আমিই বিস্মৃত হইয়াছি, বা এই কামিনীই মিথ্যা বলিতেছে, এইরূপ সংশয়িত স্থলে, আমার কি করা উচিত? স্ত্রীত্যাগের পাপ এবং পরস্ত্রী-স্পর্শের পাপ—ইহার কোন্‌টাতে আমি পড়িব? ॥ ১০২ ॥

পুরোহিত।—(চিন্তা করিয়া) আচ্ছা, এতই যদি ভাবিবার বিষয় হয়, তবে একটা কাজ করা যাক্ ॥ ১০৩ ॥

রাজা।—আমায় পথ দেখাইয়া দিন গুরুদেব ॥ ১০৪ ॥

নিজের জন্য নিজেই অত উদ্বিগ্ন হইও না। নিজকে পৃথক করিয়া সরাইয়া লইও না, উহাতে সুফল অপেক্ষা কুফলের সম্ভাবনাই অধিক।

পুরোহিত।—অত্রভবতী তাবৎ আ প্রসবাদ্ অস্মদ্‌গৃহে তিষ্ঠতু। কুতঃ ইদমুচ্যতে—ইতি চেৎ, ত্বং সাধুভিঃ উদ্দিষ্টঃ—প্রথমমেব চক্রবর্ত্তিনং পুত্রং জনয়িষ্যসি ইতি। স চেৎ মুনি-দৌহিত্রঃ তল্লক্ষণোপপন্নঃ ভবিষ্যতি, অভিনন্দ্য শুদ্ধান্তম্ এনাং প্রবেশয়িষ্যসি। বিপর্য্যয়ে তু পিতুরস্যাঃ সমীপনয়নম্ অবস্থিতম্ এব। ॥ ১০৫ ॥

রাজা।— যথা গুরুভ্যো রোচতে। ॥ ১০৬ ॥

পুরোহিত।—বৎসে অনুগচ্ছ মাম্। ॥ ১০৭ ॥

শকুন্তলা।— ভঅবই বসুহে! দেহি মে বিঅরং (রুদতী প্রস্থিতা) ॥ ১০৮ ॥

(নিষ্ক্রান্তা সহ পুরোধসা তপস্বিভিশ্চ) ॥ ১০৯ ॥

রাজা।— (শাপ-ব্যবহিতস্মৃতিঃ শকুন্তলাগতমেব চিন্তয়তি)। ॥ ১১০ ॥

(নেপথ্যে)।—আশ্চর্য্যম্! আশ্চর্য্যম্! ॥ ১১১ ॥

রাজা।— (আকর্ণ্য) কিং নু খলু স্যাৎ। ॥ ১১২ ॥

(প্রবিশ্য)

পুরোহিত।—দেব! পরাবৃত্তেষু কণ্বশিষ্যেষু—

সা নিন্দন্তী স্বানি ভাগ্যানি বালা বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং চ প্রবৃত্তা। ॥ ১১৩ ॥

রাজা।— কিঞ্চ? ॥ ১১৪ ॥

পুরোহিত।— স্ত্রী-সংস্থানং চাপ্সরস্তীর্থমারাদ্ উৎক্ষিপ্যৈনাং জ্যোতিরেকং জগাম। ॥ ১১৫ ॥

(সর্ব্বে বিস্ময়ং রূপয়ন্তি)। ॥ ১১৬ ॥

অন্বয়।—সা বালা স্বানি ভাগ্যানি নিন্দন্তী (সতী) বাহূৎক্ষেপং ক্রন্দিতুং প্রবৃত্তা চ। স্ত্রী-সংস্থানং একং জ্যোতিঃ আরাৎ (দূরাৎ) এনাম্ উৎক্ষিপ্য অপ্‌সরস্তীর্থং, (অপ্-সরোভিঃ পরিবেষ্টিতং গঙ্গায়াঃ জলাবতারবিশেষং) জগাম চ ॥ ১১৩-১১৫ ॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ভগবতি বসুধে! দেহি মে বিবরম্ ॥ ১০৮ ॥

বঙ্গার্থ।—পুরোহিত।—প্রসবকাল পর্য্যন্ত এই ভদ্র-মহিলা আমার গৃহে থাকুন। কেন এমন বলিতেছি, যদি জানিতে চান্, শুনুন, মহাপুরুষরা বলিয়াছেন, আপনার একটি চক্রবর্ত্তিচিহ্ন-যুক্ত পুত্র প্রথম জন্মিবে। মহর্ষি কাশ্যপের দৌহিত্র (শকুন্তলার পুত্র) যদি সেই লক্ষণাক্রান্ত হয়, তাহা হইলে ইহাকে অভিনন্দিত করিয়া ঘরে তুলিবেন। আর যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে ইহার পিতার কাছে পাঠাইয়া দেওয়া ত স্থিরই আছে ॥ ১০৫ ॥

রাজা।—যেমন গুরুদেবের অভিরুচি ॥ ১০৬ ॥

পুরোহিত।—বাছা, আমার অনুসরণ কর ॥ ১০৭ ॥

শকুন্তলা।—ভগবতি বসুন্ধরে! বিদীর্ণ হও, তোমাতে প্রবেশ করি। [কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান ॥ ১০৮ ॥

[পুরোহিত ও তপস্বীদের সহিত শকুন্তলার প্রস্থান ॥ ১০৯ ॥

(দুর্ব্বাসার অভিসম্পাতে বিস্মৃত-পূর্ব্ববৃত্তান্ত রাজা শকুন্তলার কথাই ভাবিতেছেন) ॥ ১১০ ॥

(নেপথ্য হইতে) আশ্চর্য্য! অতি আশ্চর্য্য! ॥ ১১১ ॥

রাজা।—(শুনিয়া) কি হয়েছে? ॥ ১১২ ॥

(প্রবেশ পূর্ব্বক)

পুরোহিত।—মহারাজ! কণ্ব-শিষ্যগণ ফিরিয়া গেলেই—সেই বালিকা নিজের দুরদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিতে দিতে যেমন হাত ছুড়িয়া কাঁদতে প্রবৃত্ত হলো ॥ ১১৩ ॥

রাজা।—কি? কি? ॥ ১১৪ ॥

পুরোহিত।—স্ত্রীলোকের মত আকৃতিবিশিষ্ট একটা অনল-ময় জ্যোতিঃ দূর হইতে নামিয়া উহাকে (শকুন্তলাকে) একেবারে উঁচু করিয়া, অপ্সরাবেষ্টিত গঙ্গার এক সোপানের দিকে লইয়া গেল ॥ ১১৫ ॥

(সকলেই বিস্ময়ে অবাক্ হইলেন) ॥ ১১৬ ॥

শকুন্তলা গহন বনে একাকিনী আত্মবিস্মৃত হইয়া, গুরুজনের পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া অবিজ্ঞাত-হৃদয়ে আত্মবিসর্জন করিয়াছিল, ক্ষুদ্র আপনার জন্য বিরাট বিশ্বকে বিস্মৃত হইয়াছিল, তাই আজ তাহার এই দুঃখের দিনে, নারী-জীবনের

রাজা।— ভগবন্! প্রাগপি সোঽস্মাভিরর্থঃ প্রত্যাদিষ্ট এব। কিং বৃথা তর্কেণান্বিষ্যতে।
বিশ্রাম্যতু ভবান্। ॥ ১১৭ ॥

পুরোহিত।—(বিলোক্য) বিজয়স্ব। [নিষ্ক্রান্তঃ। ॥ ১১৮ ॥

রাজা।— বেত্রবতি! পর্য্যাকুলোঽস্মি, শয়নভূমিমার্গমাদেশয়। ॥ ১১৯ ॥

প্রতীহারী। ইদো ইদো দেও। (প্রস্থিতা) ॥ ১২০ ॥

রাজা।— কামং প্রত্যাদিষ্টাং স্মরামি ন পরিগ্রহং মুনেস্তনয়াম্)
বলবত্তু দূয়মানং প্রত্যায়য়তীব মে হৃদয়ম্॥ (নিষ্ক্রান্তাঃ সর্ব্বে) ॥ ১২১ ॥

পঞ্চমাঙ্ক সমাপ্ত

অন্বয়।—কামং (সত্য) প্রত্যাদিষ্টাং (প্রত্যাখ্যাতাং) মুনেঃ তনয়াং (শকুন্তলাং) পরিগ্রহং (পত্নীং) ন স্মরামি, (ইয়ং বালা ময়া পূর্ব্বং পরিণীতা ইতি ন কথমপি মম স্মৃতৌ উদেতি,) তু (কিন্তু) বলবৎ (অত্যাকৃতং) দূয়মানং (পরিতপ্যমান) মে হৃদয়ং (কর্তৃ) প্রত্যায়য়তি ইব, (ইয়ং তে পরিণীত-পূর্ব্বা ইতি বিশ্বাসং বলাদ্ উৎপাদয়তি ইব॥ ২১॥

প্রাকৃতানুবাদ।—ইতঃ ইতঃ দেবঃ॥ ১২০॥

বঙ্গার্থ।—রাজা।—ভগবন্! আর ও বিষয়ের অনুসন্ধানে লাভ কি? পূর্ব্বেই ত উহা উপেক্ষা করিয়াছি। আপনি যান্, বিশ্রাম করুন্ গিয়া॥ ১১৭॥

পুরোহিত।—(রাজার মুখের দিকে চাহিয়া) জয় হউক।
[প্রস্থান॥ ১১৮॥

রাজা।—বেত্রবতি! প্রাণে কেমন একটা আকুলতা জন্মিতেছে, শয়ন-গৃহের পথ কোন্ দিকে?॥ ১১৯॥

প্রতীহারী।—এই দিকে, এই দিকে মহারাজ।
[প্রস্থান।॥ ১২০॥

রাজা।—যত দূর কঠিন হইতে হয়—হইয়া ঋষি-দুহিতাকে তাড়াইয়া দিয়াছি বটে, এবং তাহাকে যে কোন দিন পত্নীরূপে গ্রহণ করিয়াছিলাম, কিছুতেই ত তাহা মনে পড়িতেছে না সত্য, কিন্তু তবুও মন আমার এতই পরিতপ্ত ও আকুল হইয়াছে যে, আমি কিছুতেই বুঝিতে না চাহিলেও, মন যেন আমাকে জোর করিয়া বুঝাইতে চাহিতেছে যে, শকুন্তলাকে আমি এক দিন সত্যই বিবাহ করিয়াছিলাম। এ কি বিড়ম্বনা! [সকলের প্রস্থান॥ ১২১॥

ইতি পঞ্চম অঙ্ক।

এমন সর্ব্বনাশের দিনে আর কেহই আসিল না। যাহারা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল, তাহারাও ফেলিয়া চলিয়া গেল। ভারবাহী যেমন মস্তকের ভার অবতীর্ণ করিয়া আপনাকে লঘু বোধ করে, তদ্রূপ, তাহারাও যেন শকুন্তলারূপী দুর্ব্বহভার নামাইয়া পরিত্রাণ পাইল। সুখের সময়ে শকুন্তলা একাকিনী ছিল। তাহার সুখ দেখিলে যাহাদের সুখ, শকুন্তলা তাহাদিগকে ঘুণাক্ষরেও জানিতে দেয় নাই। আজ দুঃখের সময়েও সে একাকিনীই সমস্ত দুঃখটা ভোগ করিল। একটি সমবেদনার কথাও বলিতে পারে, এমন এক জন লোকও উপেক্ষিতা, অসহায়া এবং রোরুদ্যমানা শকুন্তলার ত্রিসীমায়ও আসিল না। যাহারা বা আসিয়াছিল, তাহারা সত্য প্রকাশ করিয়া চলিয়া গেল, বলিল, "এরূপ ব্যাপারের পরিণাম এই-রূপই হইয়া থাকে।" অভাগিনী শকুন্তলার ক্রন্দন ব্যতিরেকে আর গতি রহিল না। সেই বনতোষিণী-মূলের অনুরাগের, সেই মালিনীতটবৃত্ত মহাযজ্ঞের পরিণাম যে এই প্রকার হইতে পারে, ইহা সে স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। ব্রহ্মাণ্ডের সে কিছুই চিনিত না বা কিছুই জানিত না। তাহার কিছুই ছিল না। সম্বলের মধ্যে ছিল কেবল একখানি অগাধ প্রেমময় হৃদয়। সেখানিও সে পূর্ব্বেই অপ্রবুদ্ধভাবে দান করিয়া ফেলিয়াছে। এখন সে সম্পূর্ণরূপে নিঃসম্বল। মহর্ষি কণ্বের আদরের কন্যা, আশ্রমের অধিদেবতারূপিণী শকুন্তলা নিঃসম্বলে ও নিরাশ্রয়ে কোথায় অন্তর্হিত হইল। আগুনে যাহার বুক নিরন্তর জ্বলিতেছিল, সেই দুঃখিনীকে অগ্নিময়ী মূর্ত্তি আসিয়া কোথায় লইয়া গেল? তাহার এই আকস্মিক অন্তর্ধানে সামাজিকবৃন্দ বজ্রাহতের ন্যায়, ভূতাবিষ্টের ন্যায় যেন কেমন হইয়া পড়িলেন। ভালো করিয়া কেহই কিছু বুঝিতে বা ধরিতে পারিলেন না।